মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩১
শা'বান ১৪৪৬
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ০৫

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩

দারসুল কুরআন

মোহ-মুক্ত দুনিয়া ও তাহাজ্জুদের ফযীলত
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫

দারসুল হাদীস

পাপ-পুণ্যের পরিচয়
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৫

চিন্তাধারা

ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধনীতি
ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী ॥ ২৪

মানবজীবনে শিক্ষা ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৩৪

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস আস্‌সুন্নাহ
প্রফেসর এবিএম মাহবুবুল ইসলাম ॥ ৪১

শিক্ষা-সংস্কৃতি

প্রাচীন ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব
প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ ॥ ৪৯

আন্তর্জাতিক

সিরিয়ায় ক্ষমতার হেরফের ॥ মীযানুল করীম ॥ ৫৩

প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৮

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫

সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

দেশের নাম	সাধারণ	রেজিঃ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মনি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
- ✳ বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বারে পেমেন্ট করা যায়- ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ভাষা মহান আল্লাহর দান

ভাষা মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিরাট নি'য়ামত। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য আল্লাহ এই ভাষা দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, "করুণাময় (আল্লাহ) যিনি আল কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সৃষ্টি করে ভাষা শিখিয়েছেন।" (৫৫ সূরা আর রহমান : ১-৪) মনের ভাব প্রকাশের বাহন হলো ভাষা। মায়ের ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষের জন্য মহান আল্লাহর এক অপার দান। বই পড়ে কিংবা শিক্ষকের কাছে গিয়ে এ ভাষা শিখতে হয় না। কোন প্রকার অক্ষর জ্ঞান ছাড়াই মহান আল্লাহ এটি মানব শিশুকে শিখিয়ে দেন। ফলে বর্ণমালার জ্ঞান ছাড়াই সে তার মনের সব কথা বলতে পারে। মাতৃভাষা বলা যেমন সহজ অনুরূপভাবে তা অন্যের নিকট শুনে বোঝা বা উপলব্ধি করাও সহজ। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে স্বজাতির ভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছি। যাতে তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন।" (১৪, সূরা ইব্রাহীম : ৪)

সালাত আদায়ের সময় কুরআনের আয়াতকে সরাসরি আরবীতেই তিলাওয়াত করতে হয়; বাংলায় এর অনুবাদ পড়লে হয় না। তবে সেগুলোর অর্থ জানা থাকা প্রয়োজন, যাতে কি পড়া হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কুরআনে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য যে সকল বিধি-বিধান প্রদান করেছেন সেগুলো জানতে, বুঝতে ও প্রচার করতে মাতৃভাষার সহযোগিতা নিয়ে করাই স্বাভাবিক এবং অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যুগে যুগে সকল নাবী ও রাসূলগণ তাঁদের স্বস্ব মাতৃভাষাতেই ইসলামের বিধান প্রচার করতেন।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষায় ইসলামের বিধানসমূহকে জানা, বুঝা ও প্রচার করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। আরবী ভাষা না জানা এক্ষেত্রে আমাদের জন্য অজুহাত হতে পারে না। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা আরবী ভাষা বুঝেন, এক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি। নিজের মাতৃভাষায় লোকদেরকে ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব। এজন্য বাংলা ভাষায় বক্তৃতা, লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার করা একান্তই

জরুরী। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে কোন কিছু বোঝাতে চাইলে যে ভাষা তারা বোঝে সে ভাষাতেই বোঝাতে হবে। যে ভাষা তারা বুঝে না সে ভাষায় বক্তৃতা দিলে বা লিখলে তারা কিছুই বুঝতে পারবে না। ফলে বুঝানোর যে উদ্দেশ্য তা সফল হবে না। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের জুমার খোৎবায় খতিবগণ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা আরবীতে দেওয়ার কারণে শ্রোতাগণ বুঝতে সক্ষম হন না। অথচ এ খোৎবা যদি প্রয়োজনীয় আরবি অংশসহ বাংলায় দেওয়া হতো, তাহলে সকলেই তা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারত। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নিজ জাতির ভাষায় খোৎবা দেওয়া হলেও আমাদের দেশে সেটি করা হয় না। ফলে খোৎবার গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী থেকে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত থাকছেন। এজন্য জুমু'আর খোৎবাসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রচার করা একান্তই জরুরী। খতিব, ইমাম ও ওয়ায়িজগণ এ বিষয়টি গুরুত্বসহ উপলব্ধি করলে জাতি প্রভূত কল্যাণ অর্জনের সুযোগ পাবে। ■

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন

মোহ-মুক্ত দুনিয়া ও তাহাজ্জুদের ফযীলত

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ}

অনুবাদঃ ‘নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী’, [আলে ‘ইমরান ৩ : ১৪- ১৭]।

নামকরণঃ সূরাটির ৩৩নং আয়াতে উল্লেখিত ‘আল ‘ইমরান’ শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ উল্লেখিত আয়াতগুলো নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, খৃষ্টান নেতা আবু হারিসা ইবন ‘আলকামা তার ভাইয়ের নিকট স্বীকার করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন তা সত্য। তবে সে তা প্রকাশ করতে ভয় করে এ কারণে যে, এই ঘোষণার ফলে রূম সম্রাট তার কাছ থেকে ধন–সম্পদ আদায় করবে এবং তার পদ–পদবী কেড়ে নিবে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, বদর যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালে তারা তাদের শক্তিমত্তা, শৌর্য–বীর্য, ধন–সম্পদ ও অস্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করতে

থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করে তাদেরকে এই বার্তা দেন যে, দুনিয়ার এসব কিছু ক্ষণিক সময়ের জন্য, এগুলো ধ্বংসশীল ও ক্ষয়প্রাপ্ত। আর আখিরাতের সমস্ত কিছু এগুলোর চেয়ে অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী, [আর- রাযী, মাফাতীহুল গাইব (তাফসীর আর- রাযী), ৭/১৫৯]।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহর বাণী; زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

'নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে'।

আল্লাহ সুবহানাহু প্রথম দু'আয়াতে পরকালের তুলনায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। একইসাথে দুনিয়ার স্বার্থ ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণের মাঝে যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দুনিয়াতে মানুষের মনে আয়াতে উল্লেখিত বস্তুগুলোর প্রতি স্বভাবগতই আকর্ষণ রয়েছে। মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে অনন্ত -অসীম পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও আখিরাতের কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করে। আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরী'আত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা এসব কিছু বৈধ পন্থায় অর্জন করলেও চিরস্থায়ী আখিরাতের কথা ভুলে গিয়ে এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পড়লে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। [তাফসীরুল কুরতুবী ৪/২৮, শাইখ আস্-সা'দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ১০২, আর দেখুন: কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/২৭৪]।

مِنَ النِّسَاءِ **অর্থাৎ 'নারী'**। দুনিয়ার জীবনে যেসব বস্তু ভোগ ও কামনার বিষয় হিসেবে আকর্ষনীয় করা হয়েছে সেসবের অন্যতম ও প্রধান হচ্ছে নারীগণ। কেননা নারীদের মাধ্যমেই পুরুষগণ অধিকতর ফিতনার মধ্যে পতিত হয়, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৯]। এজন্যে নারীদের বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

'আমার পরে পুরুষদের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর ফিৎনা হিসেবে আমি নারীদের চেয়ে আর কিছুকে ছেড়ে আসিনি', [সাহীহুল বুখারী ৭/৮, নং ৫০৯৬, সাহীহ মুসলিম ৪/২০৯৭, নং ২৭৪০]। অর্থাৎ নারীগণ হচ্ছে পুরুষদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ফিৎনা। নারীদের সম্পর্কে এটি হচ্ছে নেতিবাচক দৃষ্টি, যা কোন কোন নারী- পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সতী ও সম্মানিত নারীগণ পৃথিবীর সবচেয়ে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর বলেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'দুনিয়াটা ভোগ ও কল্যাণেরবস্তু আর দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণকর সম্পদ হচ্ছে সৎকর্মশীল নারী', [সাহীহ মুসলিম ২/১০৯০, নং ১৪৬৭, সুনানুন নাসাঈ, নং ৬/৬৯, নং ৩২৩২]। সা'ঈদ ইবন জুবাইর বলেন, আমাকে ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, না। তিনি বলেন,

فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

'এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে নারীগণ', [সাহীহুল বুখারী ৭/৩, নং ৫০৬৯]।

وَالْبَنِينَ **অর্থাৎ সন্তান'**। দ্বিতীয় প্রিয় বস্তু হচ্ছে, সন্তানাদির প্রতি ভালোবাসা। এটাকে গর্ব ও অহংকারের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করলে তা তিরস্কারযোগ্য। অপরদিকে বংশ বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাতের সংখ্যা অধিক হওয়া, যারা এক আল্লাহর 'ইবাদাত করে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, তা প্রশংসনীয়, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৯]। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'তোমরা অধিক মমতাময়ী, সন্তানপ্রসবকারিনী মেয়েদের বিবাহ কর; কেননা আমি তো কিয়ামতের দিন তোমাদের মাধ্যমে অন্যান্য নাবীগণের নিকট সংখ্যায় আধিক্য হওয়ার ঘোষণা করব', [মুসনাদ আহমাদ ২১/১৯২, নং ১৩৫৬৯, সুনান আবি দাউদ ২/২২০, নং ২০৫০, সুনানুন নাসাঈ ৬/৬৫, নং ৩২২৭, আলবানী হাদীসটিকে হাসান সাহীহ এবং কেউ কেউ সাহীহ লিগাইরিহী বলেছেন]।

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ **অর্থাৎ 'সোনারূপার স্তুপ**। 'কানাতীর' বিষয়ে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত মতামত দিয়েছেন। এসব মতামতের সার কথা হচ্ছে, পর্যাপ্ত সম্পদই বুঝায়। অর্থাৎ পর্যাপ্ত সম্পদের প্রতি ভালোবাসা, এটা কখনো গর্ব, অহংকার এবং দুর্বল ও অভাবী মানুষদের উপর ক্ষমতা ও দাপট দেখানোর জন্য হয়। তখন এটা তিরস্কৃত। আর আত্মীয়-স্বজন, পূণ্য এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার নিমিত্ত হলে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় বরং তা শার'য়ীভাবে বাঞ্ছনীয়, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/১৯]। অন্যান্য আয়াতেও বলা হয়েছে যে, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও পরীক্ষা স্বরূপ। তাই এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}

'ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য', [আল-কাহফ -১৮: ৪৬]। আল্লাহ সুবহানাহু আর বলেন,

{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি তো পরীক্ষা স্বরূপ আর আল্লাহ, তাঁরই কাছে

মহাপুরস্কার রয়েছে', [আত্- তাগাবুন- ৬৪: ১৫]। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ পার্থিব জীবনে পৃথিবীতে যা কিছুই দিয়েছেন সবই চাকচিক্য ও আসক্তির বস্তু। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}

'নিশ্চয় পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমরা সেগুলোকে তার জন্য সৌন্দর্য বানিয়ে দিয়েছি, তাদেরকে (মানুষকে) এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কাজে কে উত্তম', [আল-কাহ্ফ- ১৮: ৭]। অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন সম্পদ পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ২/১৫৩৯]।

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ **'বাছাই করা ঘোড়া'**। উল্লেখ্য যে ঘোড়ার প্রতি ভালোবাসা তিন প্রকারের; (১) ঘোড়ার মালিকগণ তাদের ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত করে রাখে। যখনই এগুলো যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হয় তখনই এগুলোকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করে। ইসলামের এই মহৎ উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা ও প্রস্তুত রাখা ছাওয়াবের কাজ। (২) ঘোড়ার মালিকরা তাদের ঘোড়াগুলোকে গর্ব- অহংকার ও প্রদর্শন (রিয়া) বস্তু হিসেবে পরিপালন করে। এটা তাদের জন্য পাপের কারণ। (৩) মর্যাদা রক্ষা এবং ঘোড়ার বংশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেগুলোকে প্রতিপালন করা হয়। তবে ঘোড়ার মালিক তার প্রতি আল্লাহর যে হক রয়েছে সে তা স্মরণ রাখে এবং যথাযথভাবে তা আদায় করে। এসব ঘোড়া মালিকের জন্য জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/২১, ৪/৮১]। এ ধরনের কাজ ও শক্তি অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}

'আর তোমরা তাদের প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, তা দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমনকে এবং তোমাদের দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে', [আল-আনফাল- ৮: ৬০]। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের উপকরণ ও শক্তি সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কলা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট 'ইবাদাত ও মহাপূণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। 'উকবা ইবন 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেম্বারে এ আয়াত, অর্থাৎ আল-আনফালের ৬০ নং আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

জেনে রাখ! শক্তি হল, তীরন্দাযী, জেনে রাখ! শক্তি হল, তীরন্দাযী, জেনে রাখ! শক্তি হল, তীরন্দাযী', [সাহীহ মুসলিম ৩/১৫২২, নং ১৯১৭, সুনান আবি দাউদ ৩/১৩, নং ২৫১৪]। 'উকবা ইবন 'আমির (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اِرْمُوا وَارْكَبُوا، وَلأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا

'তোমরা তীরন্দাযী কর এবং ঘোড়সওয়ার হও, তবে আমার নিকট তীরন্দাযী করা ঘোড়সওয়ারী হওয়ার চেয়ে উত্তম', [সুনানুত তিরমিযী ৩/২২৬, নং ১৬৩৭, সুনান আবি দাউদ ৩/১৩, নং ২৫১৩, মুসনাদ আহমাদ২৮/৫৩২, নং ১৭৩০০, আত-তিরমিযীসহ কেউ কেউ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, আলবানী যা'য়ীফ বলেছেন]।

وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ **'গবাদি পশু' এবং 'ক্ষেত-খামার'**। অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জীব-জন্তু এবং চাষ, কৃষিকাজ এবং বৃক্ষরোপণের জন্য উপযোগী ভূমির প্রতিও মানুষে আসক্তি রয়েছে এগুলোও পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও আসক্তির উপকরণ, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/২২]। সুওয়াইদ ইবন হুবাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ

'কোন ব্যক্তির উত্তম সম্পদ হল, তার মালিকানাধীন প্রচুর বংশজাত উট এবং পর্যাপ্ত উৎপন্নশীল খেজুরের বাগান', [মুসনাদ আহমাদ ২৫/১৭৩, নং ১৫৮৪৫, আত-তাবারানী, আল-কাবীর ৭/৯১, নং ৬৪৭০, আল-বাইহাকী, আল-কুবরা ১০/১০৯, নং ২০০২৯, তাফসীর ইবন কাসীর ২/২২, কোন কোন গবেষক হাদীসটিকে যা'য়ীফ বলেছেন]।

আল্লাহ তা'আলার বাণী; ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ **'এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল'**। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল স্বার্থ, ভোগ-বিলাস, মদ-মত্ততা সব কিছুই পরকালের তুলনায় অতি তুচ্ছ, খুবই নগণ্য। আল-কুরআনের অন্য আয়াতেও এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ}

'তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? বস্তুতঃ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের বস্তু নগণ্য', [আত-তাওবাহ- ৯: ৩৮]। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগ- সামগ্রীর নগণ্যতার একটি চিত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ – وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ– فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟

'আল্লাহর শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া উদাহরণ হচ্ছে যে, তোমাদের কেউ তার এই আঙ্গুলটিকে – হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া তর্জনীর দিকে ইঙ্গিত করেন– সাগরে চুবিয়ে দেয়। অতঃপর সে দেখুক তা কি নিয়ে ফিরে আসে', [সাহীহ মুসলিম ৪/২১৯৩, নং ২৮৫৮]। অর্থাৎ তার আঙ্গুলের অগ্রভাগে সাগরের বিশাল পানির কতটুকু লেগে থাকে। অতি সামান্য পানিই তো উঠে আসে। তাই আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার

স্বার্থ এতটাই নগণ্য! সুতরাং দুনিয়ার চিত্তাকর্ষক বস্তুগুলো দুনিয়ার জীবনে শুধু ব্যবহার করার জন্য গ্রহণ করতে হবে। এগুলোর প্রতি এমন আসক্ত হওয়ার জন্য নয়, যা ব্যক্তিকে পরকালের ব্যাপারে উদাসীন করে রাখে, ভুলিয়ে রাখে; কারণ এগুলো স্থায়ী নয়। আর পরকালে যা আছে তাই তো উত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বিষয়টিকে এ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

'সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত। তবে যা আল্লাহর যিকর ও তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং দীনী 'আলিম ও দীনী জ্ঞান অর্জনকারী ব্যতীত', [সুনানুত তিরমিযী ৪/১৩৯, নং ২৩২২, সুনান ইবন মাজাহ ২/১৩৭৭, নং ৪১১২। আত-তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন আর আলবানী হাসান বলেছেন]।

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী, قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. 'আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা'। এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর প্রিয় বান্দাদের, যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছেন, তাদেরকে অনেক উৎকৃষ্ট বস্তু ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সম্পর্কে অবহিত করে বলছেন যে, তিনি তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন, যার নীচ দিয়ে বিভিন্ন নদ-নদী প্রবাহিত। তাদের বিনোদন ও মানষিক পরিতৃপ্তির জন্য পবিত্র স্ত্রী ও সঙ্গী- সাথীর ব্যবস্থা রয়েছে। দয়ালু আল্লাহ জান্নাতে কি পরিমাণ সুখ-শান্তি ও পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না । মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

'সুতরাং কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ', [আস্- সাজদাহ- ৩২: ১৭]। হাদীসে কুদসীতেও এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

'আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষ কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে না। তোমরা চাইলে, অর্থাৎ উপর্যুক্ত আস্- সাজদাহর ১৭ নং

আয়াতটি পড়তে পার', [সাহীহুল বুখারী ৪/১১৮, নং ৩২৪৪, সাহীহ মুসলিম ৪/২১৭৪, নং ২৮২৪]। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ

'যে কেউ জান্নাতে যাবে নি'য়ামতপ্রাপ্ত হবে, সে কোনদিন নিরাশ হবে না, তার কাপড় পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন নিঃশেষ হবে না', [সাহীহ মুসলিম ৪/২১৮১, নং ২৮৩৬]। জান্নাতে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে এসব সামগ্রী ভোগ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি হবে বান্দাদের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর প্রাপ্তি। এ সম্পর্কে আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا

'বরকতময় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা হাজির আছি এবং আপনার সান্নিধ্যে আছি, তখন তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না অথচ আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আর কোন সৃষ্টিকে দান করেননি। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করব। তারা বলবে, হে রব! এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতরণ করাব, এর পর আমি আর কখনও তোমাদের উপর ক্রোধান্বিত হব না', [সাহীহুল বুখারী ৮/১১৪, নং ৬৫৪৯, সাহীহ মুসলিম ৪/২১৭৬, নং ২৮২৯]।

আল্লাহ সুবহানাহুর পবিত্র বাণী, الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} 'যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী'। এ আয়াতে জান্নাতী লোকদের কিছু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন। যেমন অন্যান্য আয়াতেও মু'মিনদের অনেক বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}

'শুধু তারাই আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা এর দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকার করে না। তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দুরে থাকে, তারা তাদের

রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে', [আস্- সাজদাহ- ৩২: ১৫- ১৬]। অর্থাৎ আরাম আয়েশে রাত কাটাবার পরিবর্তে নিজেদের রবের 'ইবাদাত করে। তারা সারা দিন নিজেদের দায়- দায়িত্ব পালন করে এবং রাতের বেলায় তাদের রবের সামনে দাঁড়ায়, সালাত আদায় করে, তাঁর স্মরণে রাত কাটায়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে। তাঁর কাছে বিনীত ভাবে পরিত্রাণ চায় এবং নিজেদের সমস্ত আশা- আকাংখা একমাত্র তাঁর কাছেই ব্যক্ত করে, [তাফসীরুল কুরতুবী ১৪/৯৯, তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৩৩৬]।

অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দু'আয় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল, যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়।

অন্য আয়াতেও এর সমর্থন মেলে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا}

'আর তারা তাদের রব এর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে এবং তারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দুর করে দিন, তার শাস্তি তো অবিচ্ছিন্ন', [আল-ফুরকান- ২৫: ৬৪-৬৫]।

অন্য আয়াতেও আল্লাহ সুবহানাহু রাতের সালাত, যিকর আযকার ও ক্ষমাপ্রার্থীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}

'তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমিয়ে অতিবাহিত করে। আর রাতে শেষ অংশে তারা ক্ষমা প্রার্থণা করে', [আয- যারিয়াত-৫১: ১৭- ১৮]। বস্তুতঃ জান্নাতী মানুষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টই হচ্ছে, তারা কিয়ামুল লাইল বা রাতের 'ইবাদাতে ব্যস্ত থাকে। তারা আল্লাহ সুবহানাহুর 'ইবাদাতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম ঘুমায়।

'আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

'হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, (ক্ষুধার্তকে) খাদ্য খাওয়াও এবং লোকেরা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সালাত আদায় কর তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে', [সুনানুত তিরমিযী ৪/২৩৩, নং ২৪৮৫, মুসনাদ আহমাদ ৩৯/২০১, নং ২৩৭৮৪, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]।

জান্নাতী লোকদের আরেকটি বৈশিষ্ট যে, তারা রাতের শেষ প্রহরে নিজেদের গুনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। রাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'ইবাদাতে ব্যয় করে এবং তারপরও রাতের শেষভাগেও মহান রবের কাছে এ বলে প্রার্থনা করে যে, আমাদের যতটুকু 'ইবদাত করার দায়িত্ব ছিল তা করতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। আপনি ক্ষমা করে দিন, [তাফসীর ইবন কাসীর৭/৪১৭]। শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা এসব আয়াত

ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

'বরকতময় মহান আমাদের রব প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। তখন তিনি বলেন, কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি আমি তার দু'আ কবূল করবো, কেউ কি আছে যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দিব? কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করবো? [সাহীহুল বুখারী ২/৫৩, নং ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪, সাহীহ মুসলিম ১/৫২১, নং ৭৫৮]। সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম দু'আ। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (ফজরের সালাতের পর) বিশ্বাসের সাথে এটি পাঠ করবে। অতঃপর সন্ধ্যার আগেই তার মৃত্যু হলে, সে ব্যক্তি জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এ দু'আটি রাতের শুরুতে (মাগরিব সালাতের পর) পড়বে আর সকাল হওয়ার আগে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতবাসী হবে', [দেখুন: সাহীহুল বুখারী ৮/৬৭, নং ৬৩০৬]।

শিক্ষাসমূহ: উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর অনেক শিক্ষা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো;

এক. দুনিয়ার সৌন্দর্যের বিষয়গুলো, যেগুলোর প্রতি মানুষ মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত ও প্রচন্ড মোহগ্রস্থ হয়, তা বাস্তবে খুবই সামান্য ও ক্ষণিক সময়ের জন্য। তাই এগুলোর মোহে ও ভোগে মত্ত থাকা কোন ভাবেই উচিত নয়। সুস্থ বিবেক কোনভাবেই তা গ্রহণ করতে পারে না।

দুই. আল্লাহর নিকটে মু'মিন –মুত্তাকীদের জন্য এর চেয়ে অনেক অনেক গুণ সুখ ও ভোগের সামগ্রী রয়েছে, যেগুলো তুলনাহীন, অকল্পনীয় এবং চিরস্থায়ী। সন্দেহাতীতভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা আবশ্যক এবং দুনিয়ার এই নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য সামগ্রীকে তুচ্ছ মনে করা অপরিহার্য।

তিন. জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করা প্রতিটি মু'মিন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।

চার. জান্নাতী মু'মিন–মুত্তাকীদের অন্যতম গুণাগুণ হচ্ছে, ধৈর্য, সততা, আনুগত্য, আল্লাহর পথে ব্যয় করা, রাতের 'ইবাদাত করা এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা খুবই জরুরী।

পাঁচ. দয়ালু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দু'আ ও প্রার্থনা কবূল করা এবং তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তাই এই মহান সুযোগকে কাজে লাগানো সচেতন মু'মিনদের একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

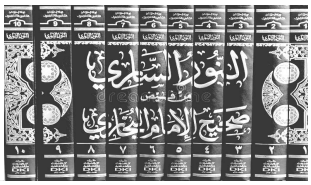

পাপ-পুণ্যের পরিচয়

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

অনুবাদ : আন নাওয়াস ইবন সিম'আন আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, পুণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকজন সেটা জানুক তুমি অপছন্দ করো"।[1]

এখানে আল-বির্‌র (البر) ও আল-ইছম (الاثم) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। আল-বির্‌র শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ইবন ফারিস বলেন, এর অর্থ-সততা,দানশীলতা, পুণ্য, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। যেমন বলা হয়-আল্লাহ তোমাকে হজ্জে মাবরূর নসীব করুন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তোমাকে নেক কাজ করার তাওফীক দান করুন। আল-বির্‌র এর বহুবচন আবরার (الْأَبْرَار)। এর অর্থ-পুণ্যবান,ধার্মিক, দানশীল ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...

"তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না"...।[২] আল-বির্‌র-এর বহুবচনের ব্যবহারও কুরআনে লক্ষণীয়। যেমন-

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ .

"পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে"।[৩]

আবূ মানসূর বলেন, আল-বির্‌র বলতে দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণ বোঝায়। দুনিয়ার কল্যাণ বোঝাতে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত এবং আখিরাতের কল্যাণ

---

১. মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব : তাফসীরুল বির্‌র ওয়াল-ইছম, নং ৬৬৮০

২. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯২

৩. সূরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ১৩

বোঝাতে জান্নাত লাভ বোঝায়। ইবনুল আসীর বলেন, এটি মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম।[৪] যেমন-

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ .

" নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু"।[৫]

ইবন তাইমিয়া (র) বলেন, আল-বির্‌র অর্থ- আল্লাহভীতি। মহান আল্লাহর বাণী-

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى .

" বরং পুণ্য আছে কেবল তাকওয়া অবলম্বন করলে"।[৬]

সাধারণভাবে আল-বির্‌র শব্দটি সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন আবার কখনো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, বিররুল ওয়ালিদাঈন (পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ)।

হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ بَهْز بْن حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ « أُمَّكَ ». قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ « ثُمَّ أُمَّكَ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمَّكَ ». قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ.

বাহ্‌য ইবন হাকীম (রা) সূত্রে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! কে অধিক সদাচরণ লাভের অধিকারী? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি বলেন, আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর নৈকট্যের দিক থেকে যে আগে সে"।[৭]

মহান আল্লাহর বাণী,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

" এবং সৎকাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করবে না"।[৮]

মহান আল্লাহর এই আয়াতের দুটো অংশ। প্রথম অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার সৎকাজ এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য সর্ব প্রকার পাপ কাজ।

(খ) দ্বিতীয় অর্থ- সর্বপ্রকার সদাচার উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ...

---

৪. ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া, তা.বি. খ. ১, পৃ. ১১৬
৫. সূরা আত-তূর, ৫২: ২৮
৬. সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৯
৭. মুসনাদে আহমাদ, ২০৫৬১
৮. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ২

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নে"... ।[৯]

আল ইছম (الاثم) শব্দটির অর্থ পাপ, গুনাহ, অপরাধ, অন্যায়। এটি একবচন। বহুবচনে আল আছাম (الاثام)। আল ইছম (الاثم) বলতে এমন পাপ বা অপরাধ বোঝায়, যা শাস্তিযোগ্য। এছাড়াও সঠিক পথ থেকে বেরিয়ে এসে কর্ম সম্পাদন করা বোঝায়। যেমন বলা হয়-

اثمت الناقة المشي.

'উটনীর হাঁটায় বিচ্যুতি ঘটেছে' ।[১০]

সুতরাং পাপ হলো অন্তরে সংশয় সৃষ্টিকারী বস্তু এবং তা মূলত মানবমনে সন্দেহের সৃষ্টি করে ।[১১]

عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ مَا الإِثْمُ فَقَالَ « إِذَا حَكَّ فِى نَفْسِكَ شَىْءٌ فَدَعْهُ.

যায়িদ ইবন সাল্লাম সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উমামা (রা) কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি নবী (সা) কে বললো : আল ইছম (পাপ) কী? তিনি বলেন, তোমার কোনো বিষয়ে খটকার সৃষ্টি হলে তা বর্জন করবে" ।[১২]

عَنِ الْخُشَنِىِّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى بِمَا يَحِلُّ لِى وَيُحَرَّمُ عَلَىَّ .قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم– وَصَوَّبَ فِىَّ النَّظَرَ فَقَالَ « الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ .

আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অবহিত করুন, আমার জন্য কোন কাজ হালাল এবং কোন কাজ হারাম? তিনি বলেন, তখন নবী (সা) মিম্বরে ওঠেন এবং আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন, পুণ্য (আল-বির্‌র) হচ্ছে তা, যা মানবমনে প্রশান্তি দান করে এবং অন্তরে স্বস্তি দেয়। আর পাপ (আল ইছম) হচ্ছে তা, যা মানবমনে প্রশান্তি দেয় না এবং অন্তরে অস্বস্তি দান করে" ।[১৩]

কুরআনুল কারীম ও হাদীসে 'আল ইছম' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا .

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও, তবে এতদুভয়ের পাপ উপকার অপেক্ষা

---

৯. সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৭৭
১০. ড. ইবরাহীম মাদকূর, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১৯৭২. পৃ. ২৬
১১. তাফসীর রুহুল মা'আনী, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৪৩৬
১২. মুসনাদে আহমাদ, নং ২২৮১৬
১৩. মুসনাদে আহমাদ। ১৮২১৫

অধিক"।[১৪] এই আয়াতে আল-ইছম শব্দটি পাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসেও এবিষয় সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন-

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لِوَابِصَةَ :« جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ؟. قَالَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ : فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ – ثَلاَثاً – الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ .

ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ আল আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ওয়াবিসা (রা) কে বলেন, তুমি কি পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জানতে এসেছ? তিনি বলেন, আমি বললাম: হাঁ। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর আঙুলগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ করে তা দ্বারা তার বুকে আঘাত করে বলেন, হে ওয়াবিসা! তুমি তোমার মনের কাছে জানতে চাও, তোমার অন্তরের কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করো-এ কথা তিনি তিনবার বলার পর বলেন, "পুণ্য হচ্ছে এমন, যার প্রতি মন ও অন্তর তৃপ্তিবোধ করে। আর পাপ হচ্ছে এমন, যা মানবমন ও বুকের ভেতরে সংশয় সৃষ্টি করে"।[১৫]

আমরা যদি কখনো পাপ করে ফেলি তাহলে তা মাফ হবে কীভাবে, তা আলোচনার দাবি রাখে। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ .

" সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটি তাদের জন্য এক উপদেশ"।[১৬]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

"যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[১৭]

পাপ কাজ সংঘটিত হলে কীভাবে ক্ষমা লাভ করা যাবে কিংবা করণীয় কী, সেবিষয় সম্পর্কে নজর দিতে হবে। এবিষয়ে হাদীসে নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ « هِىَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ ».

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওসিয়াত করুন। তিনি বলেন, যখন তুমি পাপ কাজ করো, সাথে সাথে নেক

---

১৪. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২১৯
১৫. দারিমী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব: দা' মা ইউরিবুকা ইলা মা-লা ইউরিবুকা, নং ২৫৮৮
১৬. সূরা হূদ, ১১ : ১১৪
১৭. সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭০-৭১

কাজ করো, তাহলে তা পাপ কাজটিকে মিটিয়ে দিবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা কি সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, এটি সর্বোত্তম নেক কাজ"।[১৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْخُلُقُ الْحَسَنُ يُذِيبُ الْخَطَايَا كَمَا يُذِيبُ الْمَاءُ الْجَلِيدَ، وَالْخُلُقُ السُّوءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "পানি যেভাবে আবর্জনা পরিষ্কার করে, সদাচার তদ্রূপ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। সিরকা যেমন মধু নষ্ট করে দেয়, অসদাচার আমলকে অনুরূপভাবে ধ্বংস করে দেয়"। [১৯]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, পাপ কাজ সংঘটিত হলে সাথে সাথে নেক কাজ করা উচিত।

أَنْبَأَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْماً وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ أَظُنُّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُدٌّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُو لَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَتَوَضَّأُ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَالَ « وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّغُ لَيْلَتَهُ ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ».

আবূ আকীল (র) উসমান (রা) এর মুক্তদাস আল হারিসকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, একদা উসমান (রা) বসা ছিলেন। আমরাও তাঁর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে মুয়াযযিন এলো। তখন তিনি পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসার জন্য (কাউকে) ডেকে পাঠান। আমার ধারণা তাতে এক মুদ্দ পরিমাণ পানি ছিলো। তিনি তা দ্বারা উযূ করেন এবং বলেন, আমি এভাবে রাসূলুল্লাহ (স) কে উযূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, যে আমার ন্যায় উযূ করে যুহরের সালাত আদায় করবে, তার ফজর ও যুহরের মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর 'আসরের সালাত আদায় করলে যুহর ও 'আসরের মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করলে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর 'ইশার সালাত আদায় করলে মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে উযূ করে ফজরের সালাত আদায় করলে 'ইশা ও ফরের মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া

---

১৮. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ২২১০৪; তিরমিযী,আবওয়াবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি 'আন রাসূলিল্লাহ (স), বাব : মা জাআ ফী মু'আশারাতিন-নাস।

১৯. আত-তাবরানী, নং ১০৭৭৭

হবে। তিনি আরো বলেন, ওগুলো হচ্ছে 'সৎ কাজ যেগুলো অসৎ কাজ মিটিয়ে দেয়" ।[২০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَقُولُ « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন : " পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আ থেকে আরেক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান এর মধ্যবর্তী সময়ের কৃত পাপরাশি মুছে দেয়, যদি বান্দা কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে" ।[২১]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَأَخَذَ مِنْهَا غُصْناً يَابِساً فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عُثْمَانَ أَلاَ تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا قُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ فَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْناً يَابِساً فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ فَقَالَ « يَا سَلْمَانُ أَلاَ تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا ». قُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هَذَا الْوَرَقُ – وَقَالَ – (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) .

আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি সালমান আল ফারসী (রা) এর সাথে একটি গাছের নীচে বসেছিলাম। তিনি একটি গাছের শুকনো ডালা ধরে নাড়া দিলে সেটির পাতা ঝরে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, হে আবূ উসমান! তুমি আমাকে কেনো জিজ্ঞেস করলে না যে, কেনো আমি এরূপ করলাম? আমি বললাম, আপনি কেনো তা করেছেন? তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ করেছিলেন আর তখন আমি তাঁর সাথে গাছের নীচে ছিলাম। তখন তিনি একটি গাছের ডালা ধরে তাতে নাড়া দিলে সেটির পাতা ঝরে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, হে সালমান! তুমি কেনো আমাকে জিজ্ঞেস করলে না যে, কেনো আমি এরূপ করেছি? আমি বললাম, আপনি কেনো এরূপ করেছেন? তিনি বলেন, কোনো মুসলিম যখন উত্তমরূপে উযূ করে, অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, তার পাপরাশি ঠিক সেভাবে ঝরে পড়ে যেভাবে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন: "তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে , এটি তাদের জন্য এক উপদেশ" (১১-সূরা হূদ : ১১৪) ।[২২]

---

২০. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ৫২৩
২১. মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব : আস-সালাতুল খামসু ওয়াল জুমু'আতু . .. ।
২২. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ২৪৪৮৮

পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার পর কীভাবে নেক আমল করে তার অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সেবিষয়ে উপরোক্ত হাদীসগুলেতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يُعْطِى الدِّينَ إِلاَّ لِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلاَ يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. قَالُوا وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ قَالَ غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ وَلاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلاَ يَتْرُكَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلاَّ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لاَ يَمْحُو الْخَبِيثَ.

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের মাঝে আখলাক বিতরণ করেন যেমন তিনি তোমাদের মাঝে রিযিক বণ্টন করেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয়-অপ্রিয় নির্বিশেষে সবাইকে দুনিয়া দান করেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় ব্যতীত কাউকে দীন দান করেন না। সুতরাং যাকে তিনি দীন দান করেন সে তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে যায়। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! বান্দার অন্তর ও জিহ্বা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হয় না এবং তার প্রতিবেশী তার বাওয়ায়িক থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত সে ঈমানদার হতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! বাওয়ায়িক কী? তিনি বললেন, তার অতিশয় বাড়াবাড়ি ও যুলুম-নির্যাতন। কোনো ব্যক্তি হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করলে তাতে বরকত হয় না এবং দান করলেও কবূল হয় না। আর মৃত্যুর সময়ে রেখে গেলে তা তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় হিসেবে থেকে যায়। মহান আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা মিটান না, বরং সৎকর্ম দ্বারা অসৎকর্ম মিটান। আর পাপ কখনো পাপ দ্বারা বিমোচন হয় না"।[২৩]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট কিংবা যারা তাঁর প্রিয়ভাজন তাদেরকে তিনি নেক কাজ করার এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন। পক্ষান্তরে যারা তাঁর বিরাগভাজন তারা এই তাওফীক থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

মহান আল্লাহ মানবকল্যাণে কিছু বিষয় করেছেন হালাল এবং কিছু হারাম। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে ব্যাপক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন আমরা ঐসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা পরিণামের দিক থেকে মানবজাতির জন্য ভয়াবহ। যেমন-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ –

২৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, নং ৩৭৪৪

"বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা এবং পাপ ও অসঙ্গত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না"।[২৪]

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়- উপার্জনের ব্যাপারে তিনি বলেন,

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

" তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের ন্যায়। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে করেছেন হালাল এবং সূদকে করেছেন হারাম"...।[২৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না"?[২৬]

হাদীসে হালাল-হারাম বিষয়ে সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেমন-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِى حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ .

আন নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবী (স) কে বলতে শুনেছি, হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দহযুক্ত বিষয়সমূহ। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ রয়েছে এমন কাজ বর্জন করে, সে (স্বভাবতই) প্রকাশ্যে পাপের বিষয়াদি অধিকতর বর্জনকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাপের সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ কোনো কাজ করার দুঃসাহস দেখায়, তার সুস্পষ্ট পাপের কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গুনাহের কাজসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধক্ষেত্র। কাজেই যে ব্যক্তি নিষিদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণ করবে, সে অচিরেই তাতে পতিত হবে"। [২৭]

---

২৪. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৩৩
২৫. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৭৫
২৬. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ৯০-৯১
২৭. বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব: আল-হালালু বায়্যিনুন ওয়াল হারামু বায়্যিনুন ওয়া বাইনাহুমা মুশাব্বাহাতুন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا » .

'আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা মানুষকে নেকের পথ দেখায় এবং নেক কাজ জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) হয়ে যায়। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের পথ দেখায় এবং পাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ সত্য কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়"।[২৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلاَ (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জাহিলী যুগে লোকজন কিছু জিনিস আহার করতো এবং ঘৃণাবশত কিছু জিনিস পরিহার করতো। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে প্রেরণ করেন, তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেন এবং তাতে কিছু জিনিস হালাল এবং কিছু জিনিস হারাম করেন। তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন তা বৈধ। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, 'তুমি বলো, আমার কাছে যে ওহী এসেছে তাতে এমন কোনো জিনিস পাই না, যা আহার করা কারো জন্য হারাম' ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৪৫)।[২৯]

আমরা দারসের জন্য নির্বাচিত হাদীসটি থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যেমন-

(১) পুণ্য অর্জন কেবল সর্বোচ্চ আখলাকের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
(২) নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।
(৩) আয়ু এবং ধন-সম্পদে বরকত পাওয়া যায় এবং খাতেমা বিল খাইর নসীব হয়।
(৪) পাপ কাজ মানুষকে শয়তানের দাসানুদাসে পরিণত করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল করে দেয়।
(৫) পাপ কাজের পরিণাম জাহান্নাম।
(৬) পাপ কাজ করলে সাথে সাথে নেক কাজ করা একান্ত কর্তব্য। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

---

২৮. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব : মহান আল্লাহর বাণী-' হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের দলভুক্ত হয়ে যাও' (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৯)।
২৯. আবূ দাউদ, কিতাবুল আতইমা, বাব : মা লাম ইউযকার তাহরীমুহু।

ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধনীতি

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ

প্রসঙ্গত: এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা বা বিবেক বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিষয়টিও পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা বলতে বুঝায় কোন জোর-জবরদস্তি বা ভয়ভীতি ছাড়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ইলসাম গ্রহণ করা বা না করাকে। অর্থাৎ একজন মানুষের ইসলাম গ্রহণ করার যেমন স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনিভাবে ইসলাম গ্রহণ না করারও স্বাধীনতা রয়েছে। জোর-জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে যেমন কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, তেমনি কেউ ইলসাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলে তাকে জোর-জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে তা থেকে বিরতও রাখা যাবে না। ইসলাম মানুষকে এর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দান করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"আর বলে দিন, এ সত্য তোমাদের প্রভূর পক্ষ হতে আগত। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনয়ন করুক, আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক।" (১৮, সূা আল্ কাহাফ : ২৯)

ইসলাম মানুষকে ধর্মের ব্যাপারে শুধু স্বাধীনতাই প্রদান করেনি; অধিকন্তু এ স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। এজন্য যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে স্বীকৃত নয়, তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

''দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে পরিচালনাকারী বিদ্রোহী শক্তিকে অমান্য করে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে, সে এমন এক রজ্জু ধারণ করে যা টুটে যাবেনা।" (২, সূরা আল্বাকারা : ২৫৬) এ আয়াতটি যে প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তাও প্রনিধানযোগ্য। তাফসীরে ইবন কাছীর ও তাফসীরে খাযিনে ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মদিনার আনসারদের রীতি ছিল কোন মহিলার সন্তান না বাঁচলে সে মান্নত করত যে, তার সন্তান বেঁচে থাকলে তাকে ইহুদী বানাবে। বানু নাজিরকে যখন মদিনা থেকে বহিস্কার করা হলো, তখন তাদের নিকট আনসারদের

অনেকের সন্তান ছিল। তারা বললেন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে যেতে দেব না। (বরং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করব)। তখন لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই' আয়াতটি নাযিল হয়। উক্ত তাফসীরে ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে অন্য আরোকটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। বনী সালিম ইবন 'আউফ গোত্রের হোসাইন নামক জনৈক আনসারের দু'জন পুত্র নাসারা ছিল। তিনি রাসূল (সা.) কে বললেন, আমার দু'পুত্র খ্রীষ্ট ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জনাচ্ছে। আমি কি তাদেরকে ইলসাম গ্রহণে বাধ্য করব না? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

'উমার (রা.) জনৈকা বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রী লোককে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। তখন স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম ত্যাগ করবো? 'উমার (রা.) একথা শুনে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি; বরং এ আয়াত পাঠ করলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ'' দ্বীনের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই।"[২]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরও বরেন,

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "তুমি কি লোকদেরকে জবরদস্তি করতে চাও, যাতে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হয়?" (১০, সূরা ইউনুস : ৯৯)

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

"তুমি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নও। সুতরাং কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যারা আল্লাহর হুশিয়ারীকে ভয় করে।" (৫০, সূরা কাফ : ৪৫)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ –لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

''তুমি উপদেশ দান অব্যাহত রাখ। কেননা তুমি একজন উপদেশদানকারী মাত্র। তুমি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নও।" (৮৮, সূরা আল্ গাশিয়া : ২১-২২)

এ আয়াতগুলো থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে যায় :

(১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করেননি। বরং ঈমান গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে তাদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কেউ ইচ্ছা করলে ঈমান আনতে পারে, আবার যার ইচ্ছা সে কুফরীকেও গ্রহণ করতে পারে।

(২) নবীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআনের বাণী মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তা গ্রহণের জন্য উপদেশ দেয়ার। সত্য মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে তা গ্রহণ করা না করার পরিণতি জানিয়ে দেয়ার। এক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র প্রচারক ও উপদেশ-দানকারী।

---

১. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, (মিশর : দারুল কুতুব আল মিসরিয়া তা.বি) খ. ২, পৃ. ৩১০-৩১১; 'আলাউদ্দীন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আল খাযিন, তাফসীরুল খাযিন, (লাহোর : নু'মানী কুতুবখানা, তা.বি) খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

২. মুফতি মুহাম্মদ শাফী, বঙ্গানুবাদ মাও. মুহিউদ্দীন খান, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, (খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প) পৃ. ২৩৯।

(৩) কাউকে ঈমান আনতে বাধ্য করা বা জোর-জবরদস্তি করে কারো উপর ইসলামকে চাপিয়ে দিতে কাঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং বল প্রয়োগ করে, যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে বা অন্য কোনভাবে জোর-জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা ইলসামী আদর্শের সম্পূর্ণ খেলাফ। ইসলামের দৃষ্টিতে একাজ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অপরিদিক হলো, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সে যেন বাধাহীনভাবে নি:সংকোচে ও নির্ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে, সে পরিবেশ নিশ্চিত করা। এমন পরিবেশ বিদ্যামান থাকা, যেখানে কেউ ইচ্ছা পোষণ করলে তার ইসলাম গ্রহণে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

ইসলাম একদিকে যেমন বল প্রয়োগ ও জোর জবরবদস্তি করে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অনুমোদন দেয়না, তেমনিভাবে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তার পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে তাও বরদাশত করেনা। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির যেমন ইসলাম গ্রহণ না করার অধিকার রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঠিক একই অধিকারের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করারও অধিকার রয়েছে, যা থেকে বল প্রয়োগ বা বাধাদান করে বারণ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম জোর-জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য জিহাদ করেনা। বরং যারা জোর-জবরদস্তি করে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইসলাম গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, ইসলাম জিহাদ করে মূলত তাদের বিরুদ্ধে। কারণ ইসলাম গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী অপশক্তিকে অপসারণ করতে না পারলে মানুষের মর্ধীয় স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে। আর এ অপশক্তি যেহেতু এমনি এমনি অপসারিত হবার নয়, সেহেতু ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়, যাতে এমন অবাধ, উম্মুক্ত ও অবারিত পরিবেশ তৈরি হয়, যেখানে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এ প্রসংগে সায়্যিদ কুতুব শহীদ বলেন, "অবশ্য ইসলাম জোর-জবরদস্তি করে 'আকীদা বিশ্বাস পরিবর্তন করতে চায়না। বরং সে আনুষকে স্বাধীনতভাবে জীবন পথ নির্বাচনের সুযোগ দান করে এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির অত্যাচার থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য ঐ শাসন ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন করে। তারপরও তাকে জিযিয়া কর দান করে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত বাসিন্দা হয়ে বাস করার সুযোগ দান করে। এর ফলে স্বাধীনভাবে ইসলামী মতবাদ গ্রহণের পথে বলপূর্বক বাধাদানকারী সকল শক্তি অপসারিত হয় এবং জাগ্রত অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ লাভ করে।"[৩]

---

৩. সায়্যিদ কুতুব শহীদ, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, পৃ. ৭০।

সায়্যিদ কুতুব আরো বলেন, "যারা ইসলাম গ্রহণে অপারগ বা অনিচ্ছুক তাদের বর্তব্য হচ্ছে ইসলামের সাথে আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করা এবং ইলামের বাণী প্রচার ও তার সম্প্রসারণের পথে রাজনৈতিক বা অন্য কোন শক্তির সাহায্য নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা। প্রতিটি মানুষের জন্য চাপমুক্ত পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ দরকার। যদি ইলসাম গ্রহণ করতে কেহ আগ্রহান্বিত হয়, তাহলে ইসলাম বিরোধী মহল সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ অথবা তাকে ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকার বাধা প্রদান করবে না। যদি কেউ বাধা প্রদান করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ইসলামের কর্তব্য এবং বাধা প্রদানকারীর মৃত্যুবরণ অথবা বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত গতিতে চলবে।"[৪]

ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার, জোর করে ইসলাম গ্রহণের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়না। বরং যারা ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে জোরপূর্বক মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধার সৃষ্টি করে, তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধের ঘোষণা দেয়, যাতে স্বাধীনভাবে ধর্ম গ্রহণের পথে যে সকল অন্তরায় রয়েছে তা বিদূরিত হয়। এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ

''যারা কাফির তারা আল্লাহর রাস্তা থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে। তারা এ উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে এবং সে জন্য পস্তাবে, অতঃপর তারা পরাজিতও হবে।" (৮, সূরা আল্ আনফাল : ৩৬)

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর যাত্রার চিত্র কুরআনে নিম্নরূপে তুলে ধরা হয়েছে :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

"তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা অহংকার এবং নিজেদের ঐশ্চর্য প্রদর্শনের জন্য তাদের ঘর থেকে বের হেয়েছিল এ উদ্দেশ্যে যে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখবে।" (৮, সূরা আল্ আনফাল : ৪৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

"হে ঈমানদারগণ, (আহলে কিতাবদের) অনেক ধর্মযাজক ও বৈরাগী অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (৯, সূরা আত্ তাওবা : ৩৪)

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

অন্যত্র মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে তাদের অপরাধ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করত এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখত । তারা যা করছিল তা কতই না নিকৃষ্ট।" (৯, সূরা আত্ তাওবা : ৯) উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফির, মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের সংগে যে অপরাধের কারণে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাহলো লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়া এবং সে পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা।

আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখার তিনটি পন্থা হতে পারে,

(১) যারা অন্য পথের যাত্রী তারা যেন এ পথে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(২) যারা এ পথের যাত্রী তাদেরকে জোর-জবরদস্তি করে এ পথ থেকে হটিয়ে দেয়া।

(৩) যারা এ পথের যাত্রী তাদের পথে কাটা বিছিয়ে দেয়া, তাদের ভীত সন্ত্রস্ত্র করা এবং তাদেরকে এমনভাবে উত্যক্ত করা যেন তারা এ পথে চলতেই না পারে এবং আপনা আপনি সরে যায়।[৫]

এ সম্পর্কে 'আল্লামা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেন, "যারা এভাবে ইসলামের পথ অবরোধ করার চেষ্টা করে, তাদেরকে পথ থেকে হটিয়ে দেয়া এবং তাদের শক্তি চূর্ণ করা মুসলিমদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।"[৬]

ঘ. বিশৃংখলা ও অরাজকতা নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ

কুরআন কারীমে ফিৎনা ফাসাদ নির্মূল এবং ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টিকারীদেরকে বশ্যতা স্বীকারের জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

'ফিৎনা-ফাসাদ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর।' (৮, সূরা আল্আনফাল : ৩৯)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে তা হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসেবে মেনে নেয় না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজ হস্তে জিযিয়া প্রদান করে।"(৯, সূরা আত্ তাওবা : ২৯)

---

৫. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্ জিহাদ, পৃ. ৬৯।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

এ প্রসংগে মুফতি মুহাম্মদ শাফী বলেন,

"ইসলামের কার্যপদ্ধতিতে বুঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কিতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনা। বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায় অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে।"[৭]

তিনি আরো বলেন, "ইসলাম জিহাদ ও কিতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফিরদেরকে নিজ দায়িত্বে আসতে দেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।"[৮]

মূলত: যারা অত্যাচারী এবং যারা অন্যায়-অনাচার ও ফিৎসা-ফাসাদে লিপ্ত, তারা মানব সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত করে মানুষের অশান্তি ও কষ্ট-ক্লেশ বাড়িয়ে দেয়। এজন্য তাদের উৎপাত ও অনাচার থেকে বাঁচার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীব-জন্তু হত্যার মতই তাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে নির্মূল করাই সঙ্গত।

যারা মুসলিম রাষ্ট্রে বা সমাজে গোলযোগ সৃষ্টি করে ডাকাতি রাহাজানি, হত্যা ও লুটতরাজ চালায় অথবা বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটায়, অথবা বল প্রয়োগে ইলসামী সরকার ও ব্যবস্থাকে উৎখাত করে কোনো অনৈসলামী সরকার ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাদেরকে দমন করার জন্য ইসলাম যুদ্ধের নির্দেশ দেয়। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ – إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

''যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করতে হবে অথবা শূলে চড়াতে হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিতে হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে। এটা কেবল তাদের ইহকালীন জীবনের শাস্তি। এছাড়া আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বড় ধরনের শাস্তি। অবশ্য তোমাদের নিয়ন্ত্রণে আসার পূর্বেই যারা তাওবা করে, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"(৫, সূরা আল্‌মায়িদা : ৩৩-৩৪)

ঙ. মজলুম মুসলিমদের সাহায্যার্থে যুদ্ধ

ইসলাম যে সকল কারণে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেয়, তার একটি হলো নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য করা। যে সকল মুসলিম দুর্বলতা ও অক্ষমতা বা অন্য কোনো

---

৭. মুফতি মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, বঙ্গানুবাদন, পৃ. ১৩৯।

৮. প্রাগুক্ত।

পরিস্থিতির শিকার হয়ে শত্রুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়, সে সকল নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্ত করার দায়িত্ব স্বাধীন ও শক্তিশালী মুসলিমদের উপর বর্তায়। এজন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেই তাদেরকে মুক্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ও সে সকল দুর্বল নারী, পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির জন্য লড়াই করনা, যারা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রভূ, আমাদেরকে এ জালিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বের করে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে বন্ধু ও সাহায্যকারী প্রেরণ কর?"(৪, সূরা আন্ নিসা : ৭৫)

বিশেষ করে এ ধরনের মুসলিমরা যদি সাহায্যের আবেদন করে, তাহলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা অন্যান্য মুসলিমদের জন্য অত্যাবশ্যক। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ **فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ** النَّصْرُ **إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ** بَصِيرٌ **– وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ**

"যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তা করা যাবে না। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখতে পান। যারা কাফির তারা একে অপরের সাহায্যকারী। তোমরা যদি তা (জিহাদ) না করো তাহলে পৃথিবীতে ভয়াবহ গোলযোগ ও মারাত্মক অরাজকতা দেখা দেবে।" (৮, সূরা আল্ আনফাল : ৭২-৭৩)

এ আয়ত দু'টি থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন জনবসতিতে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা যদি বিপন্ন হয়, অথবা তাদের উপর যদি নির্যাতন চালানো হয়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা মুসলিমদের উপর ফরজ। তবে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তা করা যাবে না। কারণ চুক্তি রক্ষা করা মুসলিমদের জন্য অত্যাবশ্যক।

আয়াতে কাফিরদেরকে একে অপরের সাহায্যকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পারস্পরিক মতবিরোধ এবং শত্রুতা সত্ত্বেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ। সুতরাং তোমরাও যদি ধর্মীয় বন্ধনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পরের সাহায্যকারী না

হও, তাহলে পৃথিবী ফিৎনা ফাসাদে ভরে যাবে। অর্থাৎ ইসলামের উপর কুফুরী ব্যবস্থার এবং হিদায়াতের উপর গোমরাহীর বিজয় ও পরাক্রম লাভ হবে, মুসলিমরা জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হবে, সততা ও ন্যায়-নীতি বিপর্যস্ত হবে, মুসলিমদের কোন দল বা জাতির স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এবং তাদের সত্য পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার হুমকি সৃষ্টি হবে। এ ফিৎনার মোকাবিলা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।[৯]

চ. চুক্তিভঙ্গকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য যুদ্ধ

যে সকল অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদেরকেও চুক্তি মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি কোন পক্ষ কর্তৃক চুক্তি লংঘনের আশংকা হয় এবং তাদের চালচলন ও আচরণ এমন অবন্ধুসুলভ ও বিদ্রোহাত্মক হয় যে, তাদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতার আশংকা হয়, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করার আদেশ দেয়া হয়েছে। চুক্তি বাতিলের প্রকাশ্য ঘোষণা না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে যে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। যারা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করে এবং কোনোরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেনা, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"তবে মুশরিকদের মধ্যে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং তা কোন প্রকারে ভঙ্গ করেনি ও তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের চুক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ কর। নিশ্চই আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।" (৯, সূরা আত্তাওবা : ৪)

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

"তবে যারা মসজিদে হারামের নিকট তোমাদের সাথে চুক্তি করেছে, তারা যতদিন তোমাদের চুক্তি স্থায়ী রাখে, ততদিন তাদের চুক্তি বহাল রাখ।" (৯, সূরা আত্ তাওবা : ৭)

২। চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ যদি সন্দেহজনক ও ক্ষতিকর হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার অশংকা হয়, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি বাতিল করতে হবে এবং তৎপর তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার জবাব দেবে। কুরআনে বলা হয়েছে,

---

৯. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্ জিহাদ, পৃ. ৮৪।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

''আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর, তাহলে সুজাসুজি তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করে দাও। কারণ আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।''(৮, সূরা আল্ আনফাল: ৫৮)

৩। যে সকল কাফির সম্প্রদায় চুক্তি ভঙ্গ করে, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধের নির্দেশ দেয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

''তাদের মধ্য হতে যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছিলে, কিন্তু প্রতিবারেই তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং কোন রকম সংযম প্রদর্শন করে না। যদি তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও তাহলে কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদের পশ্চাৎবর্তীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দাও। আশা করা যায়, এতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।'' (৮, সূরা আল্ আনফাল : ৫৬-৫৭)

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

''আর তারা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের উপর আঘাত হানে, তাহলে কুফুরী ব্যবস্থার নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ তাদের শপথ ও প্রতিশ্রুতির কোন ভরসা নেই। তাদের সাথে যুদ্ধ করলে হয়ত তারা নিবৃত্ত হবে।'' (৯, সূরা আত্ তাওবা ; ১২

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় ও চুক্তি ভঙ্গকারী সম্প্রদায়ের সংগে কি ধরনের সম্পর্ক হবে এবং তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে তা উপরে আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এ প্রসংগে ইবনুল কায়্যিম (রহ) বলেন, "জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের সাথে নবী (সা.) এর সম্পর্ক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয় :

১. চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়
২. যুদ্ধরত সম্প্রদায়
৩. জিম্মী।

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় যতদিন চুক্তির উপর স্থির থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। যাদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা হয়, তাদের চুক্তি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়; অর্থাৎ তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিতে বলা হয় এবং চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা প্রকাশ্যভাবে না দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।[১০]"

---

১০. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৮১।

উপরে ইসলামের যুদ্ধনীতি ও জিহাদ সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করা হলো, তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম কাউকে বল প্রয়োগ করে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করাকে অনুমোদন করেনা এবং এজন্য জিহাদ বা যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করে না।

ইসলামে যে সকল কারণে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়, সেগুলো হলো :

১। শত্রু পক্ষের আক্রমণ ও আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য । চাই সে আক্রমণ কোন মুসলিম ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা দেশের বিরুদ্ধে হোক।

২। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য। যারা ধর্ম প্রচার, পালন ও গ্রহণে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে এবং লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বলপূর্বক বিরত রাখে, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে ভীতি ও চাপ মুক্ত পরিবেশে ইসলাম পালন, প্রচার ও গ্রহণে পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৩। ফিৎনা-ফাসাদ ও অরাজকতা নির্মূল করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সুনিশ্চত করা।

৪। নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য করা এবং জুলুম-শোষণ ও নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে মুসলিম ও অন্যানা মানব সম্প্রদায়কে মুক্ত করে সমাজে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

৫। চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার শাস্তি বিধানের জন্য। (চলবে)

বই কিনুন, বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন

বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৫-এ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের স্টলে সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত সিহাহ সিত্তাহসহ মূল্যবান ১৬২টি বই পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

মানবজীবনে শিক্ষা ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

নৈতিকতা ব্যক্তির জীবনে একটি বিমূর্ত ধারণা যা তাকে সমাজবদ্ধ জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। সব ধর্ম, দেশ ও জাতিতেই নৈতিকতার একটি নিজস্ব সংজ্ঞা ও পরিসর রয়েছে এবং নিজ নিজ সমাজ ও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক আচরণ অবলম্বনে সচেষ্ট হয়। নৈতিক মূল্যবোধ বর্জিত শিক্ষা পদ্ধতিতে মানুষ যতই উচ্চ শিক্ষিত হোক অনৈতিক কাজ করতে সে দ্বিধা করবে না। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে মানুষের অধঃপতন ঘটে। ফলে সে যে কোনো হীন ও ঘৃণ্য কাজ করতেও দ্বিধা করে না। শিক্ষার সাথে মনুষ্যত্বের সম্পর্ক নিবিড়। শিক্ষা হচ্ছে মানুষের সার্বিক বিকাশের পথ। প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারে যার দক্ষতা যত বেশি সে তত শিক্ষিত। নৈতিক শিক্ষা মূলত সেই বস্তু যা সকল অনিয়ম ও অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখে এবং নিয়মে ও কল্যাণে জীবনকে সমৃদ্ধ করে। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মুক্ত চিন্তার, মুক্তবুদ্ধির এবং নিজেকে প্রকাশের সর্বোত্তম সুযোগ লাভ করে মনুষ্যত্বের চর্চার পথ সুগম, সুন্দর ও পরিশুদ্ধ করে। আলোচ্য নিবন্ধে মানবজীবনে শিক্ষা ও নৈতিকতার পরিচিতি উল্লেখপূর্বক এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষা পরিচিতি

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হলো Education. Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো : শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান, শিক্ষা। Educate অর্থ : to bring up and instruct, to teach, to train অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করানো।[১]

Joseph T. Shipley Zvui Dictionary of word Origins এ লিখেছেন, Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Edex এবং Ducer-Duc শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে দেয়া। একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, Education শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভবানার পথ নির্দেশক।[২]

---

১. *Samsad English-Bengali Dictionary* (Calutta 22nd pression, September 1990), p. 124.

২. মোহাম্মাদ আজহার আলী, *পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৪৫।

আরেকজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন : Education denotes the realization of innate human potentialities of individuals through the accumulation of knowledge.[৩]

কুরআন হাদীস এবং আরবী ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দগুলো এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এ ক্ষেত্রে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। সেগুলো হলো : **تربية** (তারবীয়াহ), **تعليم** (তালীম), **تأديب** (তাদীব), **تدريب** (তাদরীব) ও **تدريس** (তাদরীস)। এ শব্দগুলো পর্যালোচনা করলে যে অর্থ বের হয় তাহলো : প্রবৃদ্ধি দান করা, অগ্রসর করানো, পূর্ণতা দান করা, উজ্জীবিত করা, গড়ে তোলা, প্রতিপালন করা, শিক্ষাদান করা, শিক্ষিত করে তোলা, অনুশীলন করানো, শিক্ষাপূর্ণ আদেশ দেয়া, সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্যে শাসন করা, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা, পথ প্রদর্শন করা/পথ নির্দেশনা দান করা, উৎসাহ প্রদান করা, তথ্য প্রদান করা, আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান, সংস্কার করা, সংশোধন করা, অধ্যয়ন করা, বিচার বিবেচনা করা, উদ্ভাবন করা এবং বিদ্যার্জন করা ইত্যাদি।

কোনো কোনো গবেষক শিক্ষার পরিচয় তুলে ধরে বলেন,

إن التربية هي إعداد المرء ليحي حياة كاملة, ويعيش سعيدا محبا لوطنه, قويا في جسمه, كاملا في خلقه, منظما في تفكيره, رقيقا في شعوره, ماهرا في علمه, متعاونا مع غيره, يحسن التعبير بقلبه و لسانه, ويجيد العمل بيده.

"শিক্ষা বলতে এমন বিষয়কে বুঝায়, যা একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনে সহায়তা করে, সে হয় সুখী, দেশপ্রেমিক, শারীরিকভাবে শক্তিশালী, পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী, সুশৃংখল চিন্তাশীল, সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন, কাজে দক্ষ, অন্যের সহযোগী, মনে ও মুখে মত প্রকাশে সক্ষম এবং কাজে দক্ষ।"[৪]

মূলত শিক্ষা মানুষের পুরো জীবন পরিব্যাপ্ত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা বিস্তৃত। মানুষ তার পূর্ণাঙ্গ জীবনে যা কিছুই আহরণ করে, আত্মস্থ করে, তা শিক্ষার মাধ্যমেই করে। যে কোনো জ্ঞানার্জনের মাধ্যমই হলো শিক্ষা।

নৈতিকতার পরিচয়

মানুষের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারকেই নৈতিকতা বলে। নৈতিকতার উৎপত্তি হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ থেকে। যেমন প্রথম মানব আদম আ. কে সৃষ্টির পর থেকে তাঁকে কিছু কাজ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আবার কিছু কিছু কাজ করা থেকে নিষেধ করেছেন। এ আদেশ ও নিষেধের মাঝেই রয়েছে নীতি-নৈতিকতা।

নৈতিকতার আভিধানিক অর্থ চরিত্র, আদর্শ, নীতি ইত্যাদি। আল-কুর'আনে

---

৩. A. M. Chowdhury, *Education in Islamic Society*, Dhaka 1965, 35.

৪. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয, *মু'জামু মা ইসতি'জাম* (বৈরূত : আলিমুল কুতুব, ১৪০৩ হি.), পৃ. ২৫৪।

নৈতিকতাকে 'খুলুক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"[৫]

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন :

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ.

"এ সব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ কিছুই নয়।"[৬]

ইমাম আল-কুরতূবী রহ. 'খুলুকুল আউয়ালীন' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি প্রাচীন প্রথা, ধর্ম, নৈতিকতা, চরিত্র, আদর্শ, নীতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও সূফীবাদের অন্যতম সাধক ইমাম আল-গাজ্জালী রহ. 'খুলুক' শব্দের অর্থ করেছেন নৈতিকতা। তিনি আরও বলেন, নীতি, নৈতিকতার আলোচনা গ্রিক দার্শনিকদের একক আবিস্কার নয়, দার্শনিকগণ ঐশী ধর্ম বা আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন থেকে এ আলোচনা ধার করেছেন।

নৈতিকতা শব্দটি ইংরেজি Ethics 'শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। এ 'শব্দটির উৎস গ্রিক Ethica শব্দ থেকে। 'শব্দটির বাংলা অর্থ হলো আচার-ব্যবহার বা চরিত্র বা রীতিনীতি বা 'অভ্যাস'। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নৈতিকতাকে মানুষের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারকেই বুঝায়।

ইমাম আল-গাযালী রহ. বলেন, মানুষের মনে কতগুলো মূল্যবোধ, মৌলিক গুণাবলি, যার মানদন্ডে মানুষের দৃষ্টিতে কোনো কাজ সুন্দর বা অসুন্দর বিবেচিত হয় তাকে নৈতিকতা বলে।[৭]

নৈতিকতা বলতে মূলতঃ মানুষের উত্তম আচরণ, গুণাবলী ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কার্যাবলীকেই বুঝায়। ব্যক্তির নৈতিকতা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে সমুন্নত রাখে।

নৈতিকতার উৎপত্তি সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতার উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ :** নৈতিকতা প্রথম উৎপত্তি হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ-নিষেধ থেকে। তিনি আদম আ. কে সৃষ্টি করার পর তাকে জান্নাতে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সেখানে সকল কিছু ভোগ করার অনুমতি দিলেন, কিন্তু একটি গাছের কাছে যেতে তাঁকে নিষেধ করলেন। এ আদেশ ও নিষেধের মধ্যেই নৈতিকতার উৎপত্তি। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

---

৫. সুরা আল-ক্বালাম, ৪।

৬. সুরা আশ-শু'আরা, ১৩৭।

৭. আল-গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দন* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩২৫।

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

"আমি বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো, যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, আর এ গাছটির কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"[৮]

এভাবে নীতির জন্ম হলো যে, ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আর মন্দ কাজের মন্দ পরিণতি হয়ে থাকে। আর মানুষ যেহেতু স্বার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই মানুষের পক্ষে সঠিক কাজ, ভালো কাজ নির্দেশ করা নিরপেক্ষভাবে সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলাই এ কাজের সবচেয়ে যোগ্য একমাত্র সত্তা।

২. **মহান আল্লাহর হিদায়াতী কালাম :** যারা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত হিদায়াত বা কালাম মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই। আর যারা তাঁর নির্দেশ মানবে না তারা শাস্তি পাবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসে, তখন যারা সে হিদায়াত মেনে চলবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা হিদায়াতকে অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।"[৯]

৩. **নবী-রাসুলদের অনুসরণ :** প্রকৃতপক্ষে আদম আ. এর পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে বিভিন্নভাবে হিদায়াত দান করেন। কোন্ কাজ করলে কল্যাণ, কোন্ কাজ করলে অকল্যাণ সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আল্লাহ নবী-রাসুলদেরকে দান করেছেন। তাঁদের চারিত্রিক ধারবাহিকতায় নৈতিকতার সূত্রপাত হয়েছে। আর সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্ সা. এর মাধ্যমে সকল নৈতিকতার ধারা পরিপূর্ণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[১০]

নৈতিকতা বা নীতিশাস্ত্রের উৎস আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ বা নির্দেশনা। যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ আদেশ নিষেধ বা নির্দেশনা বুঝিয়ে দেয়ার কাজ করেছেন। মহান

---

৮. সুরা আল-বাকারা, ৩৫।
৯. সুরা আল-বাকারা, ৩৮-৩৯।
১০. সুরা আল-মায়িদাহ, ৩।

আল্লাহ নৈতিক বিধানের সেই পূর্ণতা সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসুল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সা-এর মাধ্যমেই দান করেছেন।

ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানবজীবনের প্রেরণার উৎস জোগায় ইসলামী নৈতিকতা। মানুষ নৈতিক ধারণা লাভ করে থাকে ধর্ম থেকে এবং সামাজিক পরিবেশ থেকে। ইসলাম ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা মানবজীবনে অপরিহার্য। এটি চির মঙ্গলজনক ও কল্যাণময়। নিম্নে ইসলামে নৈতিকতার গুরত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **সম্মান ও মর্যাদার চাবিকাঠি :** সাধারণভাবে ধর্মের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। তার বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিক তাকওয়াবান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সেই সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"[১১]

২. **আল্লাহর পছন্দনীয় গুণ :** মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে কিছু গুণ শিক্ষা দিয়েছেন; সেগুলোই নৈতিকতা। যার মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনকে উন্নত করতে পারে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا.

"আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম।"[১২]

৩. **নবী-রাসুলদের সুন্নাত :** রাসুলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হয়েছিলেন নৈতিক জীবনাদর্শ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।"[১৩]

৪. **রাসুল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য :** ইসলামের শিক্ষাসমূহের মধ্যে অন্যতম বুনিয়াদী শিক্ষা হলো মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন ও শিক্ষাদান। মানুষের নৈতিক চরিত্র, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সংশোধন ও পরিমার্জন এমন এক মহান কাজ, যার পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ্ সা.কে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

"মহান নৈতিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"[১৪]

৫. **আম্বিয়াদের চরিত্র :** নৈতিকতা মানবজীবনে নবী-রাসুলদের অনুসরণীয় সুন্নাত। প্রত্যেকটি মুমিন মুসলিমের জন্য তার ওপর আমল করা আবশ্যক। আর

---

১১. সুরা আল-মায়িদাহ, ৫।
১২. সুরা আল-আন'আম, ১১৫।
১৩. সুরা আল-আম্বিয়া, ১০৭।
১৪. হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন*, হাদীস নং-৪২২১।

রাসুলুল্লাহ্ সা. প্রেরিত হয়েছিলেন নৈতিক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন :

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ.

"এ সব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ কিছুই নয়।"[১৫]

৬. **মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম :** নৈতিকতা অর্জনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এ জন্য ব্যক্তিকে সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দুরে থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকেন।"[১৬]

৭. **পাপ মোচনের মাধ্যম :** মানবজীবনের গোনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করতে সহায়তা করে ইসলামী নৈতিকতা। একজন ব্যক্তি যখন নৈতিকতার জীবন পরিচালনা করে তখন তার দ্বারা সহজে কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হতে পারে না। আর যদি হয়েও যায় তাহলে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে।

৮. **ন্যায়বিচারে উৎসাহ প্রদান :** সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। মানুষের ভেতর নৈতিকতা না থাকলে কখনই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেন : وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"আর যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে।"[১৭]

৯. **উন্নত চরিত্র অর্জন :** মানব চরিত্র উন্নয়নের মাধ্যমে তা ব্যক্তিকে উঁচু থেকে উঁচুস্তরে পৌঁছতে সাহায্য করে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ ও রাসুল সা.-এর কাছে ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয় হবে। রাসুল সা. বলেন :

مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারি; কিয়ামতের দিন সে হবে আমার কাছে বেশি প্রিয় ও নিকটবর্তী।"[১৮]

১০. **সাফল্য অর্জন :** নৈতিকতা অর্জনেই রয়েছে পরিপূর্ণ সফলতা। যে ব্যক্তি নৈতিকতাকে অনুসরণ করবে তার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাত জীবনে রয়েছে সফলতা। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

---

১৫. সুরা আশ-শু'আরা, ১৩৭।
১৬. সুরা আল-বাকারা, ১৯৪।
১৭. সুরা আন-নিসা, ৫৮।
১৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২০১৮।

"যে নিজেকে (আত্মাকে) শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হবে।"[১৯]

পরিশেষে বলা যায় যে, নৈতিক আদর্শ সম্বলিত সমাজে কোনো অনাচার থাকে না। নৈতিকতার আদর্শ প্রতিফলিত হলে ঘুষ, দুর্নীতি, বঞ্চনা, শোষণ, স্বার্থপরতা এসব থেকে সমাজ মুক্ত হয়। নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ মানুষকে মনের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তার মনে প্রশান্তি এনে দেয়। যার বলে বলীয়ান হয়ে একজন মানুষ হয়ে ওঠে সকল প্রকার কলুষমুক্ত। সে সত্যকে সত্য বলে চিনতে পারে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে স্বীকৃতি দেয়া যা নৈতিক মূল্যবোধেরই ফল। তার আদর্শ সবার কাছে অনুসরণ যোগ্য। কাজেই মানুষের আত্মিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ একান্ত জরুরি। ■

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত, কলেজ কোড: ৬৫৭৭, ইআইআইএন: ১৩৫৩৫৭

ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ
বিএড ভর্তি চলছে!

ঢাবি, নায়েমসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় রিসোর্স পার্সন দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান;
এই ডিগ্রি হাইস্কুলে এমপিওভুক্তির জন্য উচ্চতর বিএড স্কেল পেতে সহায়ক;
চাকুরিজীবীদের জন্য শুক্র ও শনিবারসহ বন্ধের দিনেও ক্লাস করার সুযোগ;
দেশের সেরা স্মার্ট শিক্ষক তৈরিতে আইইসি দক্ষ এবং ২০ বছরের অভিজ্ঞ।

প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম খান
অধ্যক্ষ, ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি)
ক্যাম্পাস : বাড়ি-৩৯/এ, রোড-৮, ধানমন্ডি, ঢাকা।
(আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালের বিপরীতে)
ফোন : ০১৭১১২৮৯৭৫৪ (WhatsApp) ০১৬৭৮৬২৭৮০২
০১৬৭৮৬২৭৮০৭, ০২-৪৮১১৮২১৬
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.iec.edu.bd
ফেসবুক: International Education College

১৯. সরা আশ-শামস, ৯-১০।

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস আস্‌সুন্নাহ

প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম

সুন্নাহ এর শাব্দিক এবং প্রথাগত বা ব্যবহারিক অর্থ জানার মাধ্যমে সুন্নাহ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা লাভ করা সম্ভব। আরবী ভাষায় সুন্নাহ বলতে কোন সমাজে প্রচলিত প্রথা বা দেশাচারকে বুঝায় (Custom). ইসলামী দর্শনে সুন্নাহ বলতে সুন্নাতে রাসূল (সা:) কেই বুঝায়, অর্থাৎ রাসূল (সা:) তার নবুওয়াতী জীবনের ২৩ বছরে যে সব কথা বলেছেন, যে সব কাজ করতে বা পালন করতে বলেছেন, যে সব কর্মের এবং আচরণের ওপর অনুমোদন দিয়েছেন এসব কিছুই সুন্নাতে রাসূল-সংক্ষেপে সুন্নাহ বা রাসূলের তারিকা। রাসূলের এই সুন্নাহ মানবীয় আচরণ প্রসূত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শারি'আ বা ইসলামী আইনে একে ইসলামী আইনের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস (Second Fundamental Source) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সুন্নাহর শাব্দিক এবং ব্যবহারিক অর্থ (Literal & Practical Meaning) :

সুন্নাহ শব্দটি আরবী সানানা থেকে উদগত। এর অর্থ: পথ, রাস্তা (a way). সুপরিচিত পথ, সঠিক ও সুন্দরভাবে মাড়ানো মসৃণ পথ, যা বার বার অনুসরণ করা হয়েছে এমন পথ (a well known path-the well troder path) গতি পথ, কার্যধারা, কোন অভ্যস্ত আচরণ, নিয়ম-নীতি (established rule), ধরন-প্রকৃতি (mode of conduct), শিষ্টাচার (Manner), আচার-ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম-কানুন, (Customary Practice or traditional usages), জীবন পরিচালন বা জীবন যাপন পদ্ধতি (administration of life), বিধিবদ্ধ জীবন-যাপন পরিচালনা বিধি ইত্যাদি।[১]

শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় বুঝা গেল সুন্নাহ হচ্ছে মানব জীবন এবং সমাজ জীবন পরিচালনার পদ্ধতি বা রীতি নীতি। অতএব, কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যে নিয়মে পরিচালিত হয় সেটি হচ্ছে এ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সুন্নাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামী যে পদ্ধতি তাঁর নিজের জন্য মনোনীত করেছেন তা হচ্ছে সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহর সুন্নাত। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসকবৃন্দ যে পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা

১. Madina, Maan. Z. 1973. Arabic, English Dictinary, Pockets Books, Newyork, USA. p. 320; Azmi, Mostafa, Studies in Hadith Literature & Methodolosy, Islamic Book Trust kualalumpur, Malaysia, 1977 p.3; Imran Ahsan Khan, Islamic Jurisprudence, Research Institute press, Pakistan, 2000 p-162

করেছেন তা হচ্ছে রাশেদীন খলিফাদের সুন্নাত বা তরিকা। অনুরূপ বিশ্ব নবী, সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ বিন 'আবদুল্লাহ (সা) যে নিয়মে বা পদ্ধতিতে তাঁর সমগ্র জীবন পরিচালনা করেছেন তাই হচ্ছে তাঁর সুন্নাত বা সুন্নাতে রাসূল। জীবন যাপনে বা পরিচালনায় আহার বিহার, বিশ্রাম ও বিনোদন যা করেছেন তা হলো আহার বিহার বিষয়ক সুন্নাহ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তান-সন্তানাদি পালন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে যে নীতিতে চলেছেন তা হলো পারিবারিক বিষয়ক সুন্নাহ, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপন, যুদ্ধ বন্দিদের প্রতি আচরণ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে গাণিমাত বন্টন যে নীতিতে বা পদ্ধতিতে পরিচালনা করেছেন তা হচ্ছে রাজনীতি এবং সমরনীতি ও কূটনীতি বিষয়ক সুন্নাহ, বিচার কার্য পরিচালনা, শাস্তির মান নির্ধারণ, অভিযোগ প্রমাণের এবং দন্ড কার্যকরনে যে নীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা হলো বিচার ও দন্ড বিষয়ক সুন্নাহ। সুন্নাহ শব্দটি আল কোরআনে ১৬ বার এসেছে যাতে,[২] সূরা আল ইসরায় আসা এমন একটিতে সুন্নাহ শব্দের ব্যবহার হচ্ছে অনুরূপ।

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

(হে নবী) আপনার পূর্বে আমরা যত রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের ক্ষেত্রেও (দেশান্তর করার লক্ষ্যে) অনুরূপ নিয়মই ছিল। আপনি আল্লাহর এ নিয়মের কোন পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম পাবেন না।" (আল্ ইসরা, ১৭:৭৭)।

রাসূল (সা:) নিজেও সুন্নাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন- তাঁর বিভিন্ন ভাষণে। তিনি বলেছেন,

"অতএব, তোমাদের জন্য পালনীয় হচ্ছে আমার সুন্নাত এবং সঠিক পথের অনুসারী এবং হেদায়েত প্রাপ্ত রাশেদীনের খলিফাদের সুন্নাত।"[৩]

সুন্নাহর সমার্থক অধিকতর পরিচিত শব্দটি হলো হাদিস এর শাব্দিক অর্থ হলো কথাবার্তা, গল্প-কাহিনী, কথোপকথন, ঐতিহাসিক বা নতুন কোন ঘটনা যা রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজে করেছেন, বলেছেন বা বর্ণনা করেছেন। আল কোরআনে হাদিস শব্দটি ২৮ বার এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا

"আল্লাহ উত্তম হাদিস নাজেল করেছেন আর তা হলো আল্লার কিতাব"[৪]

সুন্নাহ এবং হাদিসের মূল বিষয় হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা:) যাবতীয় কথা বা কথোপকথন, কর্মসমূহ, কর্ম বিষয়ক ব্যবহারের অনুমোদন এবং তাঁর জীবন, কর্ম ও ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত

---

২. আল কোরআন আন'আম, ৬:৩৮, আল হিজর, ১৫:১৩ আল ইসরা, ১৭:৭৭ আল কাহাক, ১৮:৫৫, আল আহযাব, ৩৩:৩৮, ৬২-৬৩, আল ফাতের, ৩৫:৪৩, ৪৩, আল গাফের, ৪০:৮৫, আল ফাতহী, ৪৮:২৩.

৩. সুনান আবূ দাউদ, তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৬। ইমাম নাওয়াওয়ির সংগ্রহীত ৪০টি হাদিস গ্রন্থের ২৮নং হাদিস। হাদিসটি হাসান এবং সহীহ।

৪. আল কোরআন, আল যুমার, ৩৯:২৩

সাহাবায়ে কেরামের মতামতসমূহ। তাঁর সুন্নাহ এবং হাদিসসমূহ বর্তমানে লিপিবদ্ধ আকাঁরে বিদ্যমান- তা জানা এবং মানা কোরআন জানা ও মানার সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কোরআন অস্বীকার করা আর হাদিস অস্বীকার করার অপরাধ এবং দন্ড এক ও অভিন্ন। এতদসত্ত্বেও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে অনেকেই হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আবার কেউ কেউ তা মানতেও রাজী নয়। তবে কেন?

হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তিঃ

কর্তিপয় মুসলিম-অমুসলিম পণ্ডিত এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অতীতেও প্রশ্ন তুলেছেন এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহতে আছে। কোরআন বিশ্বাসী পন্ডিতদের মতে কোরআন যেহেতু স্বয়ংসম্পন্ন-মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম, অতএব, এ ক্ষেত্রে হাদিসের কোনই প্রয়োজন নেই। তাদের মতে আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন,

مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ

'এই কিতাবে আমরা কোন কিছুকে বাদ দেইনি'[৫]

মিশরীয় আমিরিকান রাশেদ খলিফা এ মতের প্রধান দাবীদার। তিনি কোরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য কোড ১৯ (Code 19) নামক একটি থিউরী আবিষ্কার করেন, যাতে কোরআনের প্রতিটি সূরার অক্ষরকে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে এর ফলাফল এক এবং অভিন্ন হয়ে যায়। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোরআনই শুধু অক্ষয় এবং অবিকৃত, হাদিস নয়। তবে তার থিউরীতে সূরা তাওবার ১২৮-২৯ নং আয়াতটি এ মানদন্ডে উত্তীর্ণ নয়। কারণ হলো, এ আয়াতে নবী-অস্বীকৃতি তথা সুন্নাহ অস্বীকার কারীদের কঠোর পরিণতির আভাস দেয়া হয়েছে। সুন্নাতে রাসূলের সমালোচকদের বিভিন্নতা লক্ষ্যনীয়। হাদিস সম্পূর্ণভাবে বর্জনকারীদের মধ্যে রয়েছেন মিশরের রাশেদ রেদা। আংশিক বর্জকারীদের উল্লেখযোগ্য একজন হচ্ছেন ভারতের স্যার সৈয়দ আহমেদ। তার মতে হাদিস মোতাওয়াতের ছাড়া অন্যসব হাদিস বর্জনীয়।[৬]

হাদিসের সমালোচনা বা বর্জনের কারণ বিভিন্ন জনের মতে বিভিন্ন রকম। ক রো মতে কোরআন মানা মানেই হাদিস মানা, কারো মতে সংগৃহীত হাদিসের অধিকাংশই মিথ্যা এবং জাল (Fabricated), অধিকন্তু রাসূলের মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর হাদিসের দারস এবং সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। ৯ম-১০ম শতাব্দীতে আর তা পুস্তককারে তৈরী হয় প্রথম ৮৪৬ সালে সহীহ বোখারী নামে পারসিয়ান পন্ডিত মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারী কতৃক যাকে কোরআনের পর সবচেয়ে নির্ভূল গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। সহীহ মুসলিম প্রায় একই সময়ে প্রণীত হয় মুসলিম ইবনে আল হিযাজি কর্তৃক।

---

৫. আল কোরআন, আল আন'আম, ৬:৩৮

৬. হাদিস মুতাওয়অতীর সে সব হাদিস যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এবং ধারাবাহিকতা (ঘঁসনবৎ ধহফ পযধরহ ৎবঢ়ড়ৎঃবৎং) অক্ষুন্ন রয়েছে। এ রূপ হাদিসের সংখ্যা ১০ এর বেশী নয় বলে কোন কোন হাদিস গবেষক মন্তব্য করেছেন।

এ কথা সত্য যে, হাদিস জাল (Febricated) হয়েছে- মিথ্যা হাদিস তৈরি হয়েছে। আর কারণও চিহ্নিত হয়েছে, হাদিস স্টাডি এবং সঠিক হাদিস বাছাই পদ্ধতি নির্ণয়ের মাধ্যমে হাদিসের মান বা স্তর নির্ধারণও করা হয়েছে[৭] এবং মিথ্যা হাদিস বর্জন করেই হাদিসের গ্রন্থ বিশেষত : ছিত্তা বা ৬টি নির্ভূল গ্রন্থ ও রচিত হয়েছে। অতএব, হাদিসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আর কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়ত : হাদিস চর্চা রাসূলের পরে ৯ম-১০ম শতকে শুরু হয়েছে তা ঠিক নয় কেননা এ কাজটি রাসূল (সা) এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে। ঐ যুগে মৌখিক, লিখিত প্রত্যক্ষ বাস্তবায়নের মাধ্যমে (Verbal, written and practical demonstration) চলমানতা ছিল। লিখনীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ নির্দেশনা থাকার কারণে তা অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কেউ লিখতে পারেননি। অতএব, লিখনীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। পরবর্তী যুগে হয় হিজরী শতাব্দিতে ওমর বিন আবদুল আজিজ শাসন কাল ৯৭-১০১ হিজরী) লিখনীর কাজটি শুরু করেন, ইমাম মালেক বিন আনাস (AH 179/7AD) পদ্ধতিগতভাবে হাদিস সংকলনের কাজ শুরু করেন। আহম্মদ ইবনে হাম্বল প্রথম ধারাবাহিকভাবে (Aphetically) কাজটি সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে সহীহ বোখারী (AH 256/870 AD), সহীহ মুসলিম (AH 261/874), আন নাসারী (AH-303/916 AD), আবু দাউদ (AH 275/889) তিরমিজী (AH 279/892) এবং ইবনে মাজাহ (AH 273/886) সংকলন করা হয়। এতদসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত এ তথ্য থাকা এবং জানার পর সুন্নাতে রাসূলের অস্তিত্ব এবং এর ভূমিকা (Role of Sunnah) নিয়ে নেতিবাচক প্রশ্ন তোলা নিছক নির্বুদ্ধিতা এবং নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল সত্য অস্বীকার করার শামিল। স্বেচ্ছা ও স্বপ্রনোদীত অস্বীকৃতি ধর্মত্যাগের শামিল যার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড।[৮]

সুন্নাতে রাসূলের প্রয়োজনীয়তাঃ

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ যেমন পরস্পরের সাথে জড়িত তেমনি সামগ্রীক জীবন পরিচালনায় সুন্নার প্রয়োজনীয়তাও এক ও অভিন্ন। ইসলামের প্রধান উৎস হচ্ছে আল-কোরআন, আর সুন্নাহ ছাড়া আল কোরআনই অসম্পূর্ণ। মূলত: সুন্নাহ অর্থ্যাৎ সুন্নাতে রাসূল (সা:) এবং আল কোরআন একই সূত্র থেকে আগত আর তাহলো ওহী বা আসমানী বার্তা। আল্লাহর ইচ্ছা পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন কায়েম হোক আর এ কাজের সমন্বয়ক হচ্ছে নবী রাসূলগনণ। আল্লাহর দীন কায়েমের মৌলিক কাজগুলো

---

৭. দেখুন মওলানা আবদুর রহীমের হাদিস সংকলের ইতিহাস, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মোস্তফা আল আজমীর Studies in Hadith Methodology and literature. Published in Malaysia by Islamic Book Trust, Encyclopedia of Hadith Forgeries by Mulla Ali Qari.

৮. হাদিস দ্বারা মৃত্যু দন্ড প্রদান পর্যন্ত সাব্যস্ত হয়েছে। হাদিসটি হচ্ছে, "দ্বীন ইসলাম ত্যাগ কারীকে মৃত্যুদন্ড দাও"। (সুনান আন নাসায়ী, হাদিস নং ৪০৬৪)।

নবীদের মাধ্যমেই করতে হয়। কাজগুলো হলো:

يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

আল্লাহর আয়াত বা কিতাব তিলাওয়াত করা, মানুষকে কিতাব শিক্ষা দান করা, হিকমাত বা সুন্নাতে রাসূল শিক্ষা দেয়া এবং তাদের পরিশুদ্ধ করা।[৯]

আল্লাহর ইচ্ছা মানব রচিত সকল ধর্ম ও দর্শনের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হোক- অতপর ইসলাম বিজয়ের আসনে সমাসীন হয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করুক। এ কঠিন কাজটা কাকে দিয়ে শুরু করা যায়? যিনি এ কাজের প্রধান দায়িত্বশীল তিনি হচ্ছেন আল্লার নাবী। মূলত: তিনিই এ কাজের যোগ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

"তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যিনি তার রাসূলকে হেদায়েত সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ সত্য দীনকে অপরাপর দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে"।[১০]

সুন্নাহর ব্যাপকতা এতো বেশী যে, ইসলামী জীবন দর্শনে আল কোরআন ছাড়া আর যা কিছু আছে তার সবই এসেছে রাসূল (সা:) এর পক্ষ থেকে।[১১] মূলত: সুন্নাতে রাসূলকে অস্বীকার করার অর্থ হলো কোরআনকেই অস্বীকার করা।[১২] সুন্নার ব্যাপকতা এত বেশি যে, এটা শুধুমাত্র মৌলিক আইনই প্রবর্তন করেনা বরং ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বিচারিক, পারিবারিক এবং আধ্যাত্বিকতাবাদ সহ সকল ক্ষেত্রেই সুন্নাহর ভূমিকা অলংঘ্যনীয়।

রাসূলের কর্তৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হলো:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ

রাসূল তোমাদের যা করতে বলেছেন তা-ই কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক।"[১৩]

সুন্নাহর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এটা বলাই যথাযথ যে, সুন্নাহ ছাড়া কোরআনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহর আনুগত্যের

---

৯. আল কোরআন, আল বাকারা, ২:১২৯, ১৫১, আল ইমরান ৩:১৬৪ এবং আল জুম'আ ৬২:২

১০. আল কোরআন, আল ছাফ, ৬২:৯, আল বাকারা ২:১১৯

১১. See https://arab news.com-islamperspectives.

১২. https//Islamonline.net Hadith and its science.
রাসূল সা: বলেছেন যে আমার আনুগত্য করলো সে মূলত: আল্লার আনুগত্য করলো, আর যে আমার অবাধ্যকতা করলো (Diesobey) সে মুলত: আল্লারই অবাধ্যকতা করলো: সহীহ আল বোখারী, কিতাব আল আহকাম, হাদিস নং ৭১৩৭

১৩. আল কোরআন, আল হাশর, ৫৯:৭

পাশাপাশি রাসূলের আনুগত্যের শর্তকে জুড়ে দেয়া হয়েছে।[১৪] আল কোরআনের নির্দেশ, সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও,[১৫] রোযা রাখ, হজ্ব পালন কর,[১৬] অপবিত্র হলে অজু ও গোছলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন কর[১৭] ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর, দীন বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্য জিহাদ কর, পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে বিয়ে-শাদী কর, বিয়ের শর্ত হিসেবে স্ত্রীকে মোহর (gift) দাও, নিজের সম্পত্তি থেকে মিরাস বা উত্তরাধিকারীদের অংশ দিয়ে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তা কিভাবে সম্পাদন করতে হবে আল কোরআনে এর বিস্তারিত বর্ননা নেই বরং তা আস সুন্নাতু রাসূল এবং হাদিসে রাসূল (সা:) এ। অতএব, মুসলিম হওয়ার এবং ইসলাম পালনের জন্য হাদিস ছাড়া বলা যায় ইসলামই অচল।[১৮] ইসলাম সচল রাখার লক্ষ্যে যা যা প্রয়োজন তা হলো: সুন্নাতে রাসূল বা আল হাদিসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা। ইসলাম তাই করেছে আর তাহলো শরী'আ বা আইন সহ সকল বিষয় কোরআনের ন্যায় সুন্নাহতে রাসূলকে ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। আবার কোথাও কোরআন ও সুন্নাহকে একই সাথে ব্যবহার করতে হবে, কোথাও শুধু আল কোরআন, আবার কোথাও শুধু আল সুন্নাহকেই ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে আল কোরআন এবং আস সুন্নাহর উৎস এক ও অভিন্ন আর সেই উৎস হলেন আইনদাতা ও বিধানদাতা স্বয়ং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'আলা।

আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাতে রাসূলের অবস্থান:

উৎস হচ্ছে সেই স্থান প্রতিষ্ঠান বা কোন অপরাজেয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্ত্বা যার কাছ থেকে মানব জীবন চলাচলের পথ ও পথ নির্দেশিকা পাওয়া যায়। মানব রচিত দর্শনে এ উৎস হচ্ছে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তি সামজ, প্রচলিত কাসটম (king Queen, People in general, Custom etc.)। বিপরীত পক্ষে ইসলামী আইনে এ চূড়ান্ত উৎস হচ্ছেন বিধানদাতা (Lawgiver) আল্লাহ তা'আলা । বিধানদাতার এ বিধান সন্নিবেসিত হয়েছে আল কোরআন এবং সুন্নাতে রাসূলে।

উৎসের শ্রেণী বিভাগ- (Classifications of Sources)

ইসলামী আইনবিজ্ঞান (Junspreference of Islam) এবং এর গুরুত্ব বিবেচনায় আইনের উৎসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।[১৯] যেমন:

---

১৪. আল কোরআন, আল ইমরার, ৩:৩২; আল মায়েদা, ৫:৯২ , আল নূর, ২৪:৫৪; আল তাগাবুন, ৬৪:১২

১৫. আল কোরআন, আল বাকারা, ২:৪৫, ৮৩

১৬. আল কোরআন, আল বাকারা ২:১৮৩, আল ইমরান ৩:৯৭; আল মায়েদা, ৫:৬

১৭. আল কোরআন, আল মায়েদা, ৫:৬

১৮. হাদিসের মাধ্যমে আযান চালু হলো এতে রাসূলের রেসালাতের স্বীকৃত ও সাক্ষ্য প্রদান করা হলো অতএব, হাদিস বা সুন্নাতে রাসূল নেইতো আযানও নেই বিয়ের মোহর (উড়বিৎ) নির্ধারণে মানদন্ড হাদিস থেকে এলো অতএব হাদিস নেইতো মোহরও নেই।

১৯. শ্রেণী বিভাগটি এ প্রবন্ধকারের নিজস্ব। তবে কারো মতে এটি শুধু আল কোরআন, আল সুন্নাহ এবং ইজতেহাদ।

১. মৌলিক উৎস (Basic Sources/Principal Source/Fundamental source)
২. গৌন উৎস (Secondary Source)
৩. অতিরিক্ত গৌন উৎস (Additional Secondary Source)

আল কোরআন এবং আস সুন্নাহ মৌলিক উৎসের অন্তর্ভুক্ত। ইজমা' এবং কিয়াস (Ijma and Qiyaas) হচ্ছে গৌন উৎসের অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত গৌন উৎসের পরিধি দশ এর কম নয়। এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো আল ইসতিহসান (Juristic preference/Eqnity), আল ইসতিসহাব (Presumption of Continuity.) মাস্‌লাহা ওয়া মুরসালাহ (Public interest). 'আদত এবং 'উরফ (Custom and Practices of the Society) ইত্যাদি।

আল কোরআন ইসলামী শারী'আ বা ইসলামী আইনের প্রথম মৌলিক উৎস এটা প্রমাণিত সত্য আর এটা এ জন্য যে, তা আইনদাতা এবং বিধানদাতা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত যা জিবরীল (আ:) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা:) এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলো। এই কোরআন সন্দেহমুক্ত একটি কিতাব, এই কিতাবের স্থায়ীত্ব অসীম, পৃথিবী প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর কার্যকারিতা থাকবে চলামান এবং এ কিতাবের বিষয়বস্তুসমূহও এর প্রেরনের সাথে এক ও অভিন্ন। (Free from doubt, Eternity and role of the Quran). অনুরূপ ভাবে হাদিসকে ও আইনের মৌলিক উৎস হওয়ার ক্ষেত্রে কোরআনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত প্রযোজ্য সুন্নাতে রাসূলকে একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

সুন্নাতে রাসূল আইনের মৌলিক উৎস : দালিলিক যুক্তি ও প্রমাণ:

ইসলামী শারী'আয় আল কোরআন যেমন আইনের মৌলিক উৎস তেমনি আল সুন্নাহও আইন আদালত সহ সকল কিছুর মৌলিক উৎস। পার্থক্য শুধু আল কোরআন প্রথম আর সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। এর অর্থ হলো, পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম জীবন সমস্যা এবং জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্য আল কোরআনের যে ভূমিকা সুন্নাতে রাসূলও অনুরূপ ভূমিকা রাখে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সুন্নাহ কোরআনের পরিপূরক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্নাহ স্বাধীনভাবে আইন প্রনয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত।

আইনের মৌলিক উৎস হওয়ার জন্য আল কোরআনকে যে সব বিষয়ের পরীক্ষায় বা মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হয় সুন্নাহকেও একই পরীক্ষায় (Test) এবং মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষা বা মানদন্ডসমূহ হচ্ছে : (ক) সন্দেহমুক্ত হওয়া, (খ) চিরন্তন বা চিরস্থায়ী হওয়া এবং (গ) উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও একে আইন প্রদানের পক্ষে সাক্ষ্য হওয়া বা ভূমিকা রাখা। ■ (চলবে)

প্রাচীন ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ

ওহীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ইসলামি শিক্ষা ও সভ্যতা একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে বিশ্বজুড়ে। ইসলাম একটি সার্বজনীন হেদায়েতের মিশন। যা প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে এক উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করে। এখানে জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার কোনো প্রশ্ন নেই। ইসলামি সভ্যতাভিত্তিক শরী'আর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

ইসলামি চরিত্র, বিশ্বজনীন শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আরব মুসলিমরা এশিয়া, আফ্রিকা, ভূমধ্য সাগরীয় দীপপুঞ্জ, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও আন্দালুসিয়ার বৃহদাংশ জয় করেন। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি-গোষ্ঠী মুসলিমদের ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইরাক ও পারস্যে ইসলামি শিক্ষা, সভ্যতার প্রসার ঘটে। উমাইয়া যুগে খলিফা আল ওয়ালিদ বিন মালিকের শাসনকালে মা-ওয়ারাউন নাহার ও উত্তর ভারতে ইসলামি সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পড়ে। বিখ্যাত সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম বাহিনির হাতে বিজিত হয় ট্রান্স আক্সিয়ানা। তিনি বোখারা, সমরখন্দসহ পাশ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের সুহান বাণী ও সভ্যতার বিকাশ ঘটান। তখন চীনেও ইসলামের মানবতাবাদী ঢেউ পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফির নেতৃত্বে মুসলিমরা সিন্ধুপ্রদেশ জয় করে ইসলামি কৃষ্টি-কালচারের প্রসার সাধন করে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁয় মুসলিম বিজ্ঞানী ও ইসলামি সভ্যতা :

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকে মুসলিম আরবরা স্পেন জয় করেছিলেন, তখন তারা কর্ডোভায় একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে একে অনুশীলনযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান ও ইসলামি বিজ্ঞানাগার হিসেবে দাঁড় করায়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আন্দালুসিয়া ও সিসিলির মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতা থেকে অর্জিত উপাদান দিয়ে ইউরোপের বিজ্ঞান ও দর্শন বিকশিত হয়ে একটি আধুনিক রেনেসাঁসের জন্ম দেয়। মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিকদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োগ করে ইউরোপীয় রেনেসাঁ। স্প্যানিশ, ফ্র্যান্স, ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান প্রভৃতি ভাষায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের গবেষণাগুলো অনূদিত হয়।

ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে যে সব আরব মরক্কো ও আন্দালুসিয়ার বিখাত বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের সৃজনশীল রচনাসমগ্র ব্যবহার করা হয়েছে তাঁরা হলেন :

খ্রিস্ট্রীয় নবম শতাব্দীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ বিন মুসা আল খাওয়ারিজমি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের ইনস্টিটিউটগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেগুলোর মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ম্যাপের এবং বীজগণিতের সূত্র বিষয়ক বইটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। একই শতকে সাবিত বিন কুররার গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রের সূত্র সংস্কারে অনন্য কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর রাসায়নিক বিজ্ঞানী জাবির বিন হাইয়ান কেবরিটেক এসিড ও নাইট্রিক এসিডের সংশ্লেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আর রাহমাহ নামে তাঁর একটি গ্রন্থও রয়েছে, যার মধ্যে ধাতব রূপান্তর পদ্ধতি এবং স্বর্ণ ও রুপা ইত্যাদি গলানোর কলাকৌশলের বৈজ্ঞানিক বিবরণ রয়েছে।

আবু ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কিন্দি হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর আরব দার্শনিক। তাঁর কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে ঔষধ, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের ওপর। গ্রিক ভাষায় পারদর্শী এ দার্শনিক গ্রিক বিজ্ঞানীদের কয়েকটি গ্রন্থও অনুবাদ করেছেন, যা পরে ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

খ্রিস্ট্রীয় দশম শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন সেরা বিজ্ঞানী আবু নাসর আল ফারাবি। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের পরেই তিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন ঔষধ, সমাজবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ও ইসলামি দর্শন বিষয়ে।

ইবনে সিনা ' প্রিন্স অব সায়েন্স ' উপাধিতে ভূষিত হন খ্রিস্টীয় এগারো শতকের প্রথমার্ধে। তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ ' আল কানুন ' ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঔষধ, দর্শন, প্রকৃতি ও গণিত বিষয়েও তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

দশম শতাব্দীর মেডিসিন শাস্ত্রের একজন খ্যাতিমান দিক নির্দেশক মুহাম্মদ যাকারিয়া আল রাযি। ত্রিশটি ভলিউমে সমাপ্য 'আল হাবি' নামে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর একটি বিশ্বকোষ রয়েছে। ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশে গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আবু হামিদ বিন মুহাম্মদ আল গাযালি খ্রিস্ট্রীয় এগারো শতকের একজন মহান ইসলামি দার্শনিক। এ শ্রেষ্ঠ সূফি সাধকের বহু গ্রন্থ ল্যাটিন, জার্মান ও স্লাভিক ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে।

এ শতকের আরেকজন বিশিষ্ট দার্শনিক আলি বিন হাযামল। কর্ডোভার এ দার্শনিক ধর্ম, ইতিহাস, যুক্তি, দর্শন ও কবিতা বিষয়ক কয়েক ডজন বই রচনা করেন। এ গুলোর মধ্যে আল ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নাহল বিশ্ব বিখ্যাত।

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী বা খ্রিস্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ভূগোলবিদ আবু আবদুল্লাহ আল ইদরিসি। আন্দালুসিয়ার এ মনীষী রৌপ্যের একটি মানচিত্রে তৎকালীন সমস্ত দেশের ভৌগোলিক ছবি এঁকেছেন।

১১২৬ সালে কর্ডোভায় জন্ম নেওয়া সমধিক খ্যাতিমান আরব-দার্শনিক ছিলেন ইবনে রুশদ। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের বইয়ের এ ব্যাখ্যাকারীর অনেক গ্রন্থ তিন শতাব্দী ধরে পড়ানো হয় ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে তাঁর দুটি যুক্তি বাস্তব সত্য।

এক. দূরদর্শী সৃষ্টিতত্ত্ব। মানুষের ব্যবহারের জন্যই চাঁদ, সূর্য, বনজ গাছপালা, পশু-পাখি, মাটি, পানি, বাতাস সৃষ্টি করা হয়েছে। দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সব কিছুই আল্লাহ তাআলার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখায় প্রতিনিয়ত চলছে। এমন নিখুঁত সৃষ্টিপ্রবাহের একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব যুক্তিযুক্ত।

দুই. উদ্ভাবনের যুক্তি। আমাদের চারপাশে আমরা মানুষ, পশুপাখিসহ যা কিছু দেখি বা ব্যবহার করি, তা এমনিতে চলে আসেনি। সবই কারও না করো সৃষ্টি। সব সৃষ্টির স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

১৩৩২ সালে তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণকারী ইবনে খালদুন একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক। ইবনে খালদুনকে আধুনিক ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির জনক বলা হয়। একমাত্র তিনিই সমাজ বিজ্ঞানের নতুন একটি ধারা 'সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান' এর সূচনা করেন। যা সামাজিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও সীমা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্ভুল উৎসের ওপর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যারা অতুলনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন ইবনে খালদুন তাঁদের মধ্যে অনন্য।

তেরো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে গ্রানাডা এবং চৌদ্দ শতাব্দীর শেষার্ধে সিসিলিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন ও শরী'আ বিভাগ সমৃদ্ধ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন আরব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ। সে সব প্রতিষ্ঠানে তৎকালীন সময়ে সমগ্র ইউরোপ থেকে জ্ঞানপিপাসুরা জ্ঞান অর্জন করেছিল। তাদের মাধ্যমেই ইউরোপের দেশে দেশে শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়।

এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আরব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফ্র্যান্স, জার্মান, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, ইতালীয় এবং স্ল্যাভিক ভাষার জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন ও ভূগোল-বিজ্ঞানের পরিভাষার সাথে আরবি শব্দাবলির সাযুজ্যে এর প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ হয়।

আরবরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদের পাশাপাশি স্থাপত্যশিল্প, কাগজশিল্প, বস্ত্রশিল্পসহ নানাবিধ ইসলামি শিল্পকলায় ইউরোপের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।

ইসলাম বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর জীবন দর্শন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটিয়ে বিশ্বসভ্যতাকে নবতরভাবে সজ্জিত করেছে।

খ্রিস্টীয় ১১শতক হতে ১৭ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানচর্চার অপরাধে ইউরোপ যেখানে ৩৫ হাজার মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, সেখানে ৮ম শতক হতে ১৩শ শতক পর্যন্ত মুসলিমদের একচ্ছত্র বিজ্ঞানচর্চা ও আবিষ্কারের সোনালি যুগ ছিল।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন নব নব উদ্ভাবনে পৃথিবীতে আলো ছড়াচ্ছিল, তখন সে আলোতে আলোকিত হচ্ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঘুমন্ত ইউরোপ। ইউরোপীয় জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা তখন স্পেন ও বাগদাদের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে আলোর জ্ঞান আহরণ করেছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীদের এই ইউরোপীয় ছাত্ররাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবতর দিশা নিয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

মোটকথা, স্পেনে শাশ্বত ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে আরবদের গৃহীত সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোর মশাল সমগ্র ইউরোপে নবজাগরণ এবং সার্বিক সমৃদ্ধির পথ উন্মোচন করেছে। মুসলিমগণ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রসহ জ্ঞান -বিজ্ঞানের সমুদয় শাখায় যে অবদান রাখেন, তা এক নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটায়। ইসলাম ঘুমন্ত বিশ্বকে জাগ্রত, রূপময় করে তোলে, যা চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, জীবনযাপন এমনকি জীবনোপকরণ, সব দিক দিয়েই আধুনিক। *

আজও বিশ্বমুসলিম মনীষীগণ ঐক্যবদ্ধভাবে আদর্শিক জ্ঞান ও মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা পালন করলে বিশ্বের বুকে নিজস্ব শৌর্য-বীর্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে। আমরা সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি মুসলিমদের সভ্যতা বিকাশে অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় অবদানের ইতিহাস পর্যালোচনার ভিত্তিতে। ■

লেখক : অধ্যাপক, গবেষক, কবি ও গীতিকার

তথ্যসূত্রঃ

* S.Khuda Bakhksh. M.A. BCL. Bar-at-Law প্রণীত Arab civilization গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬; A genarel History of Eurupe, vol-1, Page-172, Mayers, Mediaeval and Modern History, Page-54.

১. ইসলামের ইতিহাসঃ ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ শারিকি

২. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্বঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

সিরিয়ায় ক্ষমতার হেরফের

মীযানুল করীম

সিরিয়ায় প্রতিপক্ষ পরাজিত প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ এর সমর্থক হলেও ওরা যেন ঘুরে দাঁড়াতে চাচ্ছে। তবে কৌশলী হলেও ওরা কতটুকু সফল হয় তা একটা বড় প্রশ্ন। আমাদের অনুগতরা সিরিয়ার ১৪ জন পুলিশকে হত্যা করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমিরি পুতিন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে বলেছেন, বাশার আল আসাদ রাশিয়াতে পালিয়ে গেলেও শেষ হয়ে যাননি। এর পরই সিরিয়ায় পুলিশ হত্যার ঘটনা ঘটে। সিরিয়ান পুলিশ ফোর্সের ১৪ জন সদস্যকে অ্যামবুস করে হত্যা করা হয়।

হত্যাকারীরা সবাই পরাজিত সরকারের সমর্থক। এরা গ্রামাঞ্চলে সক্রিয়। গত ২৬ ডিসেম্বর অস্থায়ী সরকার হত্যাকান্ড স্বীকার করেছেন। অভ্যুত্থানের নেতা মোঃ শারা বলেছেন, আমরা পাশ্চাত্য বা প্রতিবেশী কারো প্রতিমুখী নই। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ফ্লোরিডার বাড়ি থেকে ঘোষণা করেছেন, তুরস্ক সিরিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, 'আমি সিরিয়ায় কুর্দিদের পুতে ফেলব।' এই কথা বলে উনি তাদেরকে নিঃশেষ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

আরো বলেন, 'আমরা সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ পেতে এসডিএফ এর সঙ্গে তুরস্কের যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি। কোন পক্ষই সিরিয়ায় সংঘাত দেখতে চায় না। এদিকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের দূতাবাসে ১২ বছরের মধ্যে প্রথম পতাকা উড়িয়েছে ফ্রান্স। সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের কারণে এক যুগ ফরাসি দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পতনের পর এখন সিরিয়ার নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর সম্পর্ক তৈরি এবং কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদার হওয়ার মধ্যে ফ্রান্স আবার তাদের দূতাবাসের পতাকা উড়ালো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা সিরিয়ার নতুন প্রশাসনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত রয়েছে। ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যও।

ইসলামী ইরান বরাবরই সিরিয়াকে সমর্থন করা নিয়ে এদেশের ইসলামপন্থীদের মধ্যে গভীর প্রশ্ন রয়েছে।

লেবানন থেকে সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর ৭০ কর্মকর্তা ও সেনাকে দেশে পাঠানো হয়েছে। ব্রিটেনভিত্তিক সিরিয়াবিষয়ক পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে এই খবর জানায়।

সিরীয় এই সেনাদের লেবাননের উত্তর আরিদা ক্রসিং দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে সিরিয়ায় ফেরত যাওয়ার পর নতুন ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তাদের আটক করেছে বলেও জানায় এসওএইচআর এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তা।

৮ ডিসেম্বর আসাদ সরকার পতনের পর সিরিয়ার অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা এবং সাবেক শাসক পরিবারের ঘনিষ্ঠরা দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী লেবাননে পালিয়ে যান। এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত বাশার আল আসাদের চাচা রিফাত আল আসাদ সম্প্রতি লেবাননের বৈরুত থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে চলে গেছেন যাকে ১৯৮২ সালে বিদ্রোহ দমনে চালানো সুইজারল্যান্ডে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে লেবাননের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসাম মাওলাভি বলেছেন, আসাদের শীর্ষ উপদেষ্টা বুছাইনা শাবানও বৈরুতে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে গেছেন।

ডি-৮ অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশনের সমাবেশে যোগ দিতে মিশরের কায়রোতে অবস্থানকালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তায়েফ এরদোগান ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিতের পক্ষে জোর দিয়েছেন এরদোগান।

পেজেশকিয়ানের সাথে এরদোগানের আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিউনিকেশন ডি রেস্টরেট বলেন, 'প্রেসিডেন্ট এরদোগান উল্লেখ করেছেন, সিরিয়ার স্থিতিশীলতা, সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার কাজ করবে। আর সিরিয়ার দ্রুত পুনরুদ্ধার সব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নেতাদের অবদানের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।'

এরদোগান সিরিয়ার পুনর্মিলন এবং দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও ঐক্য পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছেন। সেইসাথে তিনি সন্ত্রাস মুক্ত একটি সিরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যেখানে সব ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাতিগত গোষ্ঠী শান্তিতে পাশাপাশি বসবাস করতে পারবে। সেইসাথে এরদোগান এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য তুর্কি-ইরান সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, ভবিষ্যত সরকারে সব (সিরিয়ান) গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি গত ১৪ মাসেরও বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে গাজা এবং দক্ষিণ লেবানন এবং তখন সিরিয়ায়, ইসরায়েলের ব্যাপক হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে জানান। এ ব্যাপারে

এরদোগানকে পেজেশকিয়ান বলেন, এটা আমাদের ধর্মীয়, আইনগত এবং মানবিক দায়িত্ব। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে যারা ভুগছেন তাদের আরও ক্ষতি প্রতিরোধ করা।

সিরিয়ার নতুন প্রশাসনের প্রধান আসাদ আল শারার সাথে সাক্ষাৎ করেছে সৌদি আরবের প্রতিনিধি দল। আল আরাবিয়ার এক খবরে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের রাজকীয় দরবারের একজন উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি দামেস্কের পিপলস প্যালেসে এ সাক্ষাৎ করেন।

এর আগে একই তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান দামেস্কে গিয়ে আল শারার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তুরস্কের কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে উপ-পরাষ্ট্রমন্ত্রী নুহ ইলমাজ এবং দামেস্ক দূতাবাসে তুরস্কের ভারপ্রাপ্ত চার্জ দ্যা এফেয়ার্স বুরহান কোরোগলুও উপস্থিত ছিলেন।

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সাংবাদ সংস্থা আনাদোলু প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, দুই নেতা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এর আগে ফিদান ঘোষণা করেছিলেন, তিনি নতুন নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দামেস্ক সফরের পরিকল্পনা করছেন। সিরিয়ার দীর্ঘমেয়াদী শাসক বাশার আল আসাদকে বিদ্রোহীরা একটি জটিকা অভিযানের মাধ্যমে ক্ষমতা চুক্ত করার পর নতুন নেতৃত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সিরিয়ায় কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টিকে (পিকেকে) আশ্রয় নিতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়েছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান। তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এনথনি ব্লিংকেন এর সাথে ফোনালাপে এমন বার্তা দেন। এক ফোনালাপে ফিদান সিরিয়ার নতুন প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করে দেশটির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার এবং সংকটকালীন পর্যায়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার গুরুত্ব তুলে ধরেন বলে জানিয়েছেন তুর্কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অনকু কেচিলি। আল আরাবিয়া ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ফোন আলাপের বিষয়ে তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তুরস্ক সিরিয়ার নতুন প্রশাসনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে যা দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। ফিলিস্তিনির বিষয়ে তিনি বলেন, গাঁজা উপত্যকায় স্থায়ী অস্ত্রবিরতি অর্জনের জন্য আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মেথিও মিলারের মতে ব্লিংকেন একটি সিরিয়া-নেতৃত্বাধীন এবং সিরিয়া মালিকানাধীন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেবে, যা মানবাধিকার বজায় রাখে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মিলার জানান, ব্লিংকেন ও ফিদান তাদের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করছেন, যা তুরস্ক এবং সিরিয়া উভয়ের নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে সন্ত্রাসবাদের হুমকি প্রতিরোধ করা।

সিরিয়ার ডি ফ্যাক্ট শাসক আল শারা দেশটিতে নির্বাচন কবে হতে পারে মন্তব্য করেছেন। সম্প্রচার মাধ্যমে আল আরাবিয়াকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে আল-শারা বলেন, নির্বাচন করতে চার বছর সময় লাগতে পারে। তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) সশস্ত্র শাখা বিলুপ্তির সাথে সিরিয়ার সশস্ত্র বাহিনীকে একীভূত করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ক্ষমতাচ্যুত বাশার আল আসাদের শাসনের অধীনে থাকা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। শারা সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সৌদি আরবের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সিরিয়ার জন্য সৌদি আরব যা করেছে তার জন্য আমি গর্বিত। সিরিয়ার ভবিষ্যতে সৌদি আরবের বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, সিরিয়ার স্বাধীনতা আগামী ৫০ বছরের জন্য পুরো অঞ্চল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ইরান ও রাশিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা চাই না রাশিয়া সিরিয়ার সাথে তার সম্পর্ক থেকে 'অনুপযুক্ত উপায়ে' বেরিয়ে যাক। আর ইরানের উচিত ছিল সিরিয়ার জনগণের পক্ষ নেয়া।

অন্যদিকে সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার নতুন প্রধান ক্ষমতাচ্যুত আসাদের শাসনের অধীনে থাকা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। কারণ বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, রহস্যময় কারাগারে আটকে রেখে নির্যাতন ও গণ মৃত্যুদণ্ডের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

দেশটির নতুন নেতৃত্ব পদে নিযুক্ত হওয়ার দুইদিন পর আনাস খাত্তাব বলেন, সমস্ত পুরানো নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা ভেঙে দেয়া হবে। আমাদের জনগণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয় এভাবে গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার করা হবে।

সরকারি বার্তাসংস্থা সানার বরাতে আরব নিউজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাশার আল আসাদ সরকারের নিপীড়ন-অত্যাচারের মাধ্যমে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা দুর্নীতির বীজ বপন করেছিল এবং জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। আসাদের পতনের পর ক্ষমতাচ্যুত সরকারের কর্মকর্তা ও এজেন্টরা পালিয়ে যাওয়ার পর কারাগারগুলো খালি করা হয়। এদিকে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (এসওএইচআর) জানিয়েছে, বাথ পার্টি শাসনামলে নিখোঁজ হওয়া এক লাখের বেশি সিরিয়ানের এখনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মানবাধিকার সংস্থাটির ডাটাবেজে প্রায় এক লাখ ছত্রিশ হাজার ব্যক্তির রেকর্ড রয়েছে যারা বাথ শাসনামলে আটক বা জোরপূর্বক নিখোঁজ হয়েছে। সংস্থাটি সরকার পতনের পর থেকে প্রায় ২৪ হাজার বন্দিকে সিরিয়াজুড়ে মুক্তি পাওয়ার কথা জানিয়েছে।

সিরিয়ায় প্রথম মহিলা বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন সরকার যে রক্ষণশীল হবে না এটা তার প্রমাণ। আসাদ সরকার সমর্থকরা প্রচার চালাচ্ছিল যে, নতুনরা রক্ষণশীল হবে। এদিকে ফ্রান্সও সিরিয়ার উপর হামলা চালিয়েছে সুযোগ পেয়ে। কিন্তু ওদের

টার্গেট কারা, সাথে সাথে জানা যায়নি। সিরিয়া এখন আমেরিকা, ফ্রান্স, ইসরাইল, তুরস্ক ও কুর্দিদের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। মাঝখান দিয়ে প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। ইসরাইল গোলান মালভূমি দখল নিয়েছে সিরিয়ার কাছ থেকে। নতুন সরকার ইসরাইলের সাথে সুসম্পর্ক রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইসরাইলের লোভ গোলান মালভূমির দিকে। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের অদূরেই অবস্থিত এই মালভূমি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইসরায়েল ৬৭ সালের যুদ্ধে এই গোলান মালভূমি দখল করে এবং পরে সিরিয়াকে উপহার দেয়।

উত্তর সিরিয়ার তুর্কি বাফার জোন তুরস্কের জন্য মরণ ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে। তুরস্ক সিরিয়ার অনেক জায়গাই দখল করলেও এগুলো নিরাপদ হবে না। ইসরাইল সিরিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করতে চায়। সে চায় গোলান মালভূমিসহ গ্রেটার ইসরাইল।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময় দখল করা পর্যন্ত গোলাম মালভূমি ছিল অপরিচিত। ঠিক তেমনি অসামরিকীকৃত এলাকার কুনেত্রা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম সিরিয়ার একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র। ১৯৪৭ সালে ইসরায়েল ত্যাগ করার পরও সিরিয়া মনোযোগ দেয়নি সেদিকে।

জাতিসংঘ লেবাননকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, সিরিয়ায় যেন উদ্বাস্তুদের পাঠানো না হয়। জাতিসংঘ একথার কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। জাতিসংঘকে যে আমেরিকা চালায় এটা সবাই জানে। যুক্তরাষ্ট্র আসলে জাতিসংঘের মাধ্যমে সিরিয়াকে চাপ দিতে চায়। আর বাশার আল আসাদ পিতা হাফিজ আল আসাদের মত ক্ষমতাবৃত্তের পাগল। এজন্য সে ইসরাইলকে খুশি করতে চায় বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে গোলান মালভূমি হচ্ছে সিরিয়ার ৮শ বর্গ কিলোমিটারের একটি পাথরে মালভূমি। ১৯৭৩ সালে যুদ্ধে সিরিয়া গোলান মালভূমির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়নি। অপরদিকে এ মালভূমি পানিতে পরিপূর্ণ যা মরুভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ। গোলান মালভূমি এই কারণে সিরিয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কিন্তু ইসরাইল গোলান মালভূমি ছাড়তে চায় না। কারণ সে এর গুরুত্ব বুঝে। আসাদের জন্য গোলান মালভূমির অনেক ক্ষতি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক আত্মহুতি দিয়েছে। ইসরাইল গ্রেটার ইসরাইল তৈরি করতে চায় গোলান মালভূমিসহ।

শুরুতে বলেছি, পরাজিত প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ-এর সমর্থকরা ঘুরে দাঁড়াতে চাচ্ছে। তবে কুশিলবরা কতটুকু সফল হবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। সে প্রশ্ন আরও বড় হয়ে দেখা দেয়, যখন মস্কোতে বাশার আল আসাদকে বিষ প্রয়োগে হত্যার প্রচেষ্টা চলে। ফ্রান্স সিরিয়াতে উড়োজাহাজ বোমা ফেলার পরে অভ্যুত্থানের নেতার সাথে বৈঠকে বসে। সর্বোপরি, গত ৭ জানুয়ারি থেকে বাণিজ্যিক বিমান নতুন সরকারের অধীনে চলাচলের সুযোগ পায়। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : সালাতে ইমাম সাহেব যখন সূরা ফাতিহার 'ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাসতা'ঈন' পাঠ করেন তখন মুক্তাদীগণের 'আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই' এরূপ কথা বলার বিধান কি?

সাব্বির আহমদ, চাঁদপুর

উত্তর ঃ মুক্তাদির জন্য আবশ্যক হচ্ছে ইমামের পড়া চুপ করে শোনা। ইমাম যখন সুরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলবেন তখন মুক্তাদিগণও আমীন বলবেন। এই আমীন বলা ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় কোন দু'আ ইত্যাদি বলা থেকে যথেষ্ট হবে। [১]

অতএব মুক্তাদীগণের কর্তব্য হচ্ছে ইমামের উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ার সময় চুপ করে ইমামের সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পড়া শুনবেন এবং ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর আমীন বলবেন।

প্রশ্ন-২ ঃ নারীগণের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাদের একের পর এক স্বামী মারা যাওয়ার কারণে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে হয়। তারা জান্নাতবাসী হলে এবং তাদের স্বামীগণও জান্নাতবাসী হলে জান্নাতে তারা কোন স্বামীর সাথে থাকবেন?

মাইমুনা আক্তার

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন নারীগণ তাদের সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন।[২]

কেউ কেউ বলেছেন, যে স্বামী সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী, তার সাথে থাকবেন।

প্রশ্ন-৩ ঃ সালাতের কোন একটি শর্ত যেমন ওযু পূর্ণ করতে গিয়ে যদি সালাতের ওয়াক্ত পার হয়ে যায় তখন করণীয় কি? জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আরমান হোসেন

দাউদকান্দি, কুমিল্লা

উত্তর ঃ ওযু করার জন্য যদি পানি সহজলভ্য না হয়, যেমন পানি আছে কিন্তু সে পানি আওতার বাহিরে। সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করা যাবে ঠিকই কিন্তু সময় লাগবে, ততক্ষণে সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সময়ের মধ্যে পানি সংগ্রহের সর্বপ্রকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে কিংবা ব্যক্তির জন্য পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে হবে। পানির অপেক্ষা করে সালাত কাযা করা যাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

---

১. শেখ সালিহ আল উসাইমীন, ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম ৩৭৪।
২. আহকামুন নিসা, পৃষ্ঠা-৪১০

'নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময় সালাত আদায় করা মুমিনের উপর ফরয করা হয়েছে।' (সূরা আন নিসা ১০৩)

প্রশ্ন-৪ ঃ জনৈক রোযাদার মাগরিবের আযানের পর ইফতার করে। ইফতার করার পরপরই সে বিমানে আরোহন করে। বিমান উপরে ওঠার পর সে সূর্য দেখতে পায়। তার এই রোযার কি হবে জানতে চাই। আর যেহেতু সে এখন সূর্য দেখতে পাচ্ছে এমন অবস্থায় কি সে খাওয়া ও পান করা বন্ধ করে দেবে?

মোশাররফ হোসেন
মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি যমীনে থাকা অবস্থায় সূর্য অস্ত গেছে এবং মোয়ায্যিন মাগরিবের আযান দিয়েছে। ফলে সিয়াম পালনকারীর সিয়ামের মেয়াদও পূর্ণ হয়ে গেছে বিধায় তার ইফতার করাটাও সঠিক হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

'তোমরা রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং-১৮৭)

বিমানে আরোহন করার পর এবং বিমান উপরে ওঠার কারণে সূর্য দেখা গেলে তাতে তার সিয়াম শুদ্ধ ও পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যত্যয় বা ব্যাঘাত ঘটবে না। কারণ বিমান উপরে ওঠার পর সূর্য দেখা গেছে, যমীনে সে দেখার কোন প্রভাব পড়বে না। যমীনে ঠিকই সূর্য অস্তমিত হয়েছে বিধায় সিয়াম পালনকারীগণের সিয়ামের মেয়াদও পূর্ণ হয়ে গেছে।

অবশ্য কোন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি যদি দিনের বেলা সূর্যাস্তের আগেই বিমানে আরোহন করেন এবং বিমান যদি পশ্চিম দিকে যেতে থাকে, তখন বিমান আরোহীগণের কাছে দিন কিছুটা দীর্ঘ হবে। তখন তাদের দেখা অনুযায়ী সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যেতে হবে। তারা যখন দেখবেন সূর্য অস্তমিত হয়েছে তখন তারা ইফতার করবেন। এটা বাংলাদেশে ইফতারের সময় থেকে বিলম্ব হবে।

প্রশ্ন-৫ ঃ সালাতে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরাতে দেরি হলে দোয়ায় মাসুরা বা অন্যান্য দোয়া একাধিকবার পড়া যাবে কিনা?

জাবের আহমেদ
নন্দীপাড়া ঢাকা

উত্তর ঃ সালাতে সালাম ফিরানোর বৈঠকে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে ইমাম মুক্তাদী সবারই তাশাহুদ দরূদ ও দু'আ মাসুরা পড়তে হয়। সবার পড়ার গতি একরকম হয় না। কেউ আগে পড়ে শেষ করেন এবং কেউ পরে শেষ করেন। ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর আগে মুক্তাদীদের কারো পড়া শেষ হয়ে গেলে তারা বেকার বসে না থেকে বা দুরূদ কিংবা দু'আ মাসুরা একাধিকবার পড়ার চিন্ত না করে আরো দু'আ মাসুরা আছে তা থেকে এক বা একাধিক দু'আ পড়তে পারেন। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরানোর আগে পড়তেন। তার মধ্য থেকে এখানে দুটি দু'আ উল্লেখ করা হলো ঃ

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ "

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের ও দোযখের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মাসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ, অনুচ্ছেদ : ২৪, সালাতের মধ্যে যে সকল বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, হাদিস নং ১২১১/১২৮)
তিনি আরো পড়তেন

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

'হে আল্লাহ! আমি যে সমস্ত খারাপ কাজ করেছি তা থেকে ক্ষমা চাই, আর যে সমস্ত খারাপ কাজ করিনি তা থেকেও বাঁচতে চাই। (সুনানু আন নাসাঈ, অধ্যায় : সাহু সাজদা, অনুচ্ছেদ : ৬৩, সালাতে আশ্রয় প্রার্থনা, হাদিস নং ১৩০৮)

প্রশ্ন-৬ ঃ বাংলাদেশের অনেকেই আরব দেশের বিভিন্ন দেশে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এসব দেশে বাংলাদেশের এক বা দু'দিন আগেই রমাযান শুরু হয়ে যায়। এসব দেশ থেকে অনেকেই 'ঈদ উদযাপন করার উদ্দেশ্যে রমাযানে দেশে আসেন। দেশে এসে তারা যদি বাংলাদেশের পুরো রমাযান মাস রোযা রাখে তাহলে তাদের রোযা একটা বা দুইটা বেশি হয়। আমার প্রশ্ন হল, দেশে এসে তারা কি বাংলাদেশের পুরো রমাযানের অবশিষ্ট সবগুলো রোযা রাখবে নাকি যে বছর রোযা যতটা হয় সেই হিসেবে সমাপ্ত করবে?

আবু সাদেক, মগবাজার, ঢাকা

উত্তর ঃ হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করো। সহীহ আল বুখারী, অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুচ্ছেদ-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী- যখন তোমরা চাঁদ দেখবে, অর্থাৎ রমাযান মাসের চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু করবে এবং শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখে রমাযানের রোযা রাখা সমাপ্ত করবে। অপর একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোযা হল (অর্থাৎ রোযা শুরু হয়) যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে আর 'ঈদুল ফিতর হল যেদিন তোমরা সকলে রোযা ভঙ্গ করবে। আর 'ঈদুল আযহা হলো যেদিন তোমরা সকলে কুরবানি করো। (জামি' আত তিরমিযী, অধ্যায় : সাউম, অনুচ্ছেদ- ইদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সম্মিলিতভাবে উদযাপন করা, হাদিস নং ৬৪৯)
এসব হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, কোন মুসলিম যদি রমাযান মাসে এক মুসলিম দেশ থেকে অপর কোন মুসলিম দেশে যায় আর সে দেশেও যদি রমাযান মাস চলমান থাকে তাহলে সে দেশের মুসলিমদের সাথে রোযা পালন করে যেতে হবে। আর সে দেশের মুসলিমগণ যখন 'ঈদুল আযহা উদযাপন করবে তখন তাদের সাথে 'ঈদুল আযহা উদযাপন করতে হবে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির রোযা যদি ২৯ কিংবা ত্রিশটির চাইতে বেশি হয়ে যায় তবুও তাকে সেখানকার মানুষের সাথে রোযা রেখে যেতে হবে। এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত রোযা নফল

হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আরব বিশ্বের কিংবা পশ্চিমা বিশ্বের কোন দেশ থেকে রমযান মাসে কোন মুসলিম বাংলাদেশে আসলে এবং 'ঈদ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করলে অনিবার্যভাবে তার একটা কিংবা দুইটা রোযা বেশি হবে।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশ থেকে কোন মুসলিম রমাযান মাসে উপরিউক্ত কোন দেশে গেলে এবং সেখানে 'ঈদ পর্যন্ত অবস্থান করলে তার রোযা একটা বা দুইটা কম হবে। সে সেখানকার মানুষের সাথে 'ঈদ উদযাপন করবে এবং পরে যে কয়টা রোযা তার কম হয়েছে তার কাযা আদায় করবে।

বিঃ দ্রঃ আরবি বা চন্দ্র মাস (রমযান ও অন্যান্য মাস) ৩০ দিনের বেশি হয় না এবং ২৯ দিনের কম হয় না। আর এটা নির্দিষ্ট নয় বরং চাঁদের সাথে সম্পর্কিত। চন্দ্র মাসগুলো ২৯ ও ৩০ দিনের মধ্যে ঘুর্ণায়মান থাকে। চন্দ্র বর্ষ হয় ৩৫৪ দিন ৮ ঘন্টা ৪৮ মিনিটে অপর একটি হিসাবে ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে হয়।

প্রশ্ন-৭ ঃ রোযাদার ব্যক্তির নাকে, কানে ও চোখে ড্রপ ব্যবহার করার বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

আল আমিন, চান্দিনা, কুমিল্লা

উত্তর ঃ নাকের ড্রপ যদি নাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। হাদিসে এসেছে, লাক্বীত বিন সাবুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, রোযা অবস্থায় না থাকলে উযু করতে গিয়ে নাকে অতিরিক্ত পানি নিবে। (সুনানু আবী দাউদ, অধ্যায় : নাক ঝাড়া, হাদিস নং ১৪২)

অতএব, পেটে পৌঁছে এরকম করে রোযাদারের নাকে ড্রপ ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে পানি বা ঔষধ পেটে না পৌঁছলে কোন অসুবিধা নেই। চোখের ড্রপ ব্যবহার করা সুরমা ব্যবহারের ন্যায়। এতে সাধারনত: রোযা নষ্ট হয় না।

অনুরূপভাবে কানে ড্রপ ব্যবহারেও রোযা নষ্ট হবে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কোনো দলিল নেই এবং যেসব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন-৮ ঃ রোযাদার ব্যক্তি নাকে ভাপের ধোঁয়া টানলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

উত্তর ঃ রোযাদার ব্যক্তির নাকে ভাপের ধোঁয়া টানা নিজ ইচ্ছায় হয়ে থাকে। নাকে ধোঁয়া টানলে ধোঁয়ার কিছু অংশ পেটে প্রবেশ করে। তাই এতে অর্থাৎ নাকে ভাপের ধোঁয়া টানলে তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন-৯ । বর্তমান যুগে যাতায়াত অনেক উন্নত। ফলে মুসাফিরের জন্য সফর এখন কষ্টকর নয় বরং বিলাসবহুল গাড়িতে ও বিমানে সফর অনেক আরামদায়ক। এ অবস্থায় সফরে রোযা রাখার বিধান জানতে চাই।

মোস্তফা কামাল, যশোর

উত্তর ঃ মুসাফিরের রোজা রাখা ও রোজা ভঙ্গ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান কোনরূপ কঠোরতা আরোপ করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।" (সূরা আল বাকারা : ১৮৫)

হাদিস এসেছে ,

'ইবনু 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হলেন। তখন তিনি রোযা পালন করছিলেন। উসফানে পৌঁছার পর তিনি পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি লোকদেরকে দেখানোর জন্য পানি হাতের উপর উঁচু করে ধরে রোযা ভঙ্গ করলেন এবং এই অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলেন। এ ছিল রমাযান মাসে। তাই ইবনু 'আব্বাস (রা) বলতেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখেছেন এবং রোযা ভঙ্গ করেছেন। যার ইচ্ছা সে সফরে রোযা রাখতে পারে এবং যার ইচ্ছা সে সফরে রোযা ভাঙতে পারে। (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায় : সওম, অনুচ্ছেদ : লোকদেরকে দেখানোর জন্য সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা, হাদিস নং-১৯৪৮)

মুসাফিরের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের মূলনীতি হচ্ছে, সে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন।কিন্তু কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম।

কিন্তু কষ্টকর হলে রোযা রাখবেন না। এ অবস্থায় রোযা রাখা সওয়াবের কাজও নয়। কেননা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, জনৈক ব্যক্তির পাশে লোকজন ভিড় করছে এবং তাকে ছায়া দিচ্ছে। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে? তারা বলল, লোকটি রোযাদার। তখন তিনি বললেন, সফর অবস্থায় রোযা পালন করা কোন সাওয়াবের কাজ নয়।

অতএব এক কথায় বলা যায়, বর্তমান যুগে সাধারণত সফরে তেমন কোন কষ্ট হয় না। তাই রোযা রাখাই উত্তম। দেখুন ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃ. ৫১৮-৫১৯; শাইখ সালিহ আল উসাইমীন।

প্রশ্ন-১০ ঃ রোযাদার ব্যক্তির দাঁতের মাড়ি থেকে যদি রক্ত বের হয় তাহলে কি তাতে তার রোযা ভেঙে যাবে?

সাদেকুল ইসলাম, নাটোর

উত্তর ঃ মেসওয়াক করার সময় কিংবা উযু করার সময় আঙ্গুল দিয়ে দাঁতে ঘষা দিলে যদি দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হয় তাহলে তাতে রোযা ভাঙবে না। তবে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই রক্ত গিলা না হয়। অনুরূপভাবে নাক থেকে রক্ত বের হলে তাতেও রোযা ভাঙবে না। তবে রক্ত ভেতরে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নাক বা দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। (ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃ. ৫৩২) ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।